শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ
লাইব্রেরী কেইস ষ্টাডী।

Dhaka University Institutional Repository

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ লাইব্রেরী

কেইস স্টাডী-

গবেষণাপত্রটি ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষা বর্ষের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব পরীক্ষার আংশিক পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত করা হইল ।

TH- 320175
THESES
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

প্রণেতা -
নাম - মো: শফিকুল ইসলাম
পরীক্ষার রোল ....

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
১৯৮৭ সাল ।

Dhaka University Institutional Repository

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ লাইব্রেরী

কেইস স্টাডি

প্রণেতা -

নাম - মোঃ শফিকুল ইসলাম

TH- 320175
THESES
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

তত্ত্বাবধায়ক

এম, এম, মান্নান ৬.৪.৮৭

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাটালগ কার্ড

০২৭.৭
মো- শ

মো: শফিকুল ইসলাম

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ লাইব্রেরী: কেইস স্টাডি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।

ছ, ৬৪ পৃঃ।

গ্রন্থপঞ্জী, ৬০ পৃঃ।,

১৯৮৪ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে এম,এ, ডিগ্রীর পরীক্ষার আংশিক পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত গবেষণা পত্র।

ট্রে,

1. কলেজ গ্রন্থাগার ০২৭.৭
2. গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ০২০
I. শিরোনাম

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ :-

আমার পরম শ্রদ্ধেয়

আব্বা ও আম্মাকে ।

মোঃ শফিকুল ইসলাম ।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

সমাজ প্রগতিতে আর্থ সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম । এ পর্যন্ত দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক বিকাশ ও প্রগতিতে গ্রন্থাগার যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহার প্রমান সোভিয়েত রাশিয়া । রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা লেনিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া যে মার্কসীয় দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছে তারই ফলশ্রুতিতে সেখানে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংগঠিত হইয়াছে এবং সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । লাইব্রেরীর এই বিশেষ ভূমিকার সাথে সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাহার ইতিহাস ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ন । কারন কোন কিছুকেই বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষন করাযায় না । লাইব্রেরীর ইতিহাসের এই গুরুত্বের প্রশ্নেই "শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ লাইব্রেরী" গবেষনা পত্রটি আমার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব পরীক্ষার আংশিক পরিপূরক হিসাবে প্রনয়ন করা হইয়াছে ।

একক প্রচেষ্টায় এই ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক হলেও সমাজ প্রগতিতে এর ভূমিকার প্রশ্নে প্রেরনা ও ততোধিক । শিবপুর উপজেলার অধিবাসি হিসাবে সংগত কারনেই আমি এই উপজেলার অন্তর্গত একটি কলেজকেই বাছিয়া নিয়াছি । বিভিন্ন সামাজিক ও ভৌগলিক বাঁধা এক্ষেত্রে অতিক্রম করিয়াছি আমি আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা । এক্ষেত্রে আমার সচেতনতা আমার দায়িত্ববোধ, আমার লেখনীকে সামগ্রীক সুন্দর করিয়া সবার মানুষক্ষেত্রকে পরিতৃপ্ত করিবে এ বিশ্বাস আমার অনেক ।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করা হইয়াছে। এতে রয়েছে, অবস্থান, জন্ম ইতিহাস, সামগ্রীক সংখ্যা, কর্মী ও সেবা পরিচালনা, ইত্যাদি । গ্রন্থাগারের তথ্য নানাভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে - (১) গ্রন্থাগারিকের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। (২) গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিয়া । (৩) গ্রন্থাগার পরিদর্শন বিবরনী দেখিয়া (৪) গ্রন্থাগারের বার্ষিক বিবরনী দেখিয়া (৫) অধ্যক্ষের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে (৬) পত্রের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর উত্তর আহবান করিয়াছে ।

TH- 320175
THESES
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

Dhaka University Institutional Repository

কোন বিষয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হইতেছে তাহার বর্তমান ও অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। পর্যালোচিত ভিত্তির উপর ভবিষ্যতের বাস্তব ও সুপরিকল্পিত সৌধ গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা হইবে অপরিহার্য। এই দৃষ্টি কোন থেকে এই গবেষণা পত্রটি এম. এ. পরীক্ষার আংশিক পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত হইলেও গ্রন্থাগার উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য আসনের দাবীদার।

এখানে কিছুমাত্র সমর্থন যোগ্য হইলে ও আমি আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করব।

মোঃ শফিকুল ইসলাম।
(মোঃ শফিকুল ইসলাম।)

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এইগবেষনা পত্র প্রনয়নের ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ও আমার তত্ত্বাবধায়ক জনাব এস,এম, মান্নান সাহেবের নাম অন্যতম।

এই গবেষনাপত্র প্রনয়নে আমি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলাম। উক্ত স্যারের মূল্যবান উপদেশ সহায়তা ও উৎসাহ আমাকে যথেষ্ট সাহস ও প্রেরনা দিয়াছে। কোন সমস্যায় পড়িয়া তাঁহার কাছে গেলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে মোটেই কার্পন্য করেন নাই। জনাব এস,এম,মান্নান সাহেবের এই শিক্ষক সুলভ ব্যবহারে আমি কৃতার্থ ও চিরঋণী।

ইহাছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাবা আফিফা রহমান ও বিভাগীয় সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে আমি যথেষ্ট সাহায্য সহযোগীতা পাইয়াছি। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের অধ্যক্ষ, জনাব নুরুল ইসলাম খাঁন সাহেব ও গ্রন্থাগারিক জনাব নজরুল ইসলাম সাহেব আমাকে অনুরূপ সহযোগীতা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরন করি। শিবপুরের স্থানীয় লোক জনাব আঃ মান্নান ভুঞা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গনসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব সাখাওয়াত আলী খাঁন সাহেব ও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম ও সুচিন্তিত উপদেশ ও সাহায্যের জন্য আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী।

আমার এই গবেষনাপত্র সুন্দরভাবে মুদ্রাক্ষরের মাধ্যমে উপস্থাপনের সহযোগীতার জন্য আমি জনাব মোঃ আবদুল আউয়ালের কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

কোন বিষয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হইতেছে তাহার বর্তমান ও অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। পর্যালোচিত ভিত্তির উপর ভবিষ্যতের বাস্তব সুপরিকল্পিত সৌধ গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা হইবে অপরিহার্য এই দৃষ্টি কোন থেকে এই গবেষনা পত্রটি পরীক্ষার আংশিক পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত হইলেও গ্রন্থাগার উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য আসনের দাবীদার।

এদাবী কিছুমাত্র সমর্থন যোগ্য হইলে ও আমি আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করব।

মোঃ শফিকুল ইসলাম।
(শ, ই,)

--- ০ -----

Dhaka University Institutional Repository

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

পৃষ্ঠা নং

মুখবন্ধ, ক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার গ

অধ্যায় ১ম :

ভূমিকা ১

গবেষনা পদ্ধতি ~~২~~ ৫

গবেষনার উদ্দেশ্য ৬

গবেষনার পরিধি ।

অধ্যায়-২য় :

শিবপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । ৮

আসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী । ৯

অধ্যায় - ৩য় :

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের ঐতিহাসিক উন্নতি ও এমোন্নতি । ১৭

কলেজের অবস্থান ও সহপতিগত বর্ননা । ১৯

কলেজের প্রশাসনিক চার্ট । ২১

কলেজের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা । ২১

অধ্যায়- ৪র্থ :

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্হাগারের ঐতিহাসিক উন্নতি ও এমোন্নতি । ২৩

গ্রন্হাগারের অবস্হান । ২৫

বর্তমান সুযোগ সুবিধা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা । ২৫

গ্রন্হাগারের সাংগঠনিক চার্ট । ~~২৬~~ ২৬

গ্রন্হাগার কমিটি ২৭

গ্রন্হারের বাজেট, বাজেটের উৎস ও খরচের হিসাব । ২৭

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৫ম :

গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । ৩১

গ্রন্থাগারের সাধারন নিয়মাবলী । ৩২

কর্মচারী নির্বাচন পদ্ধতি ও বেতনাদি এবং কর্মচারীদের কর্তব্য, কাজের সময়সূচী । ৩৩ - ৩৪

অধ্যায় - ৬ষ্ঠ :

গ্রন্থাগার সামগ্রী নির্বাচন, সংগ্রহ ও অর্জন পদ্ধতি । ৩৫

গ্রন্থাগার সামগ্রী প্রস্তুতিকরন:- ৩৬

(ক) প্রবেশিকরন ৩৬

(খ) সূচীকরন ৩৭

(গ) শ্রেণীকরন ৩৮

অধ্যায় - ৭ম :

লেনদেন বিভাগ / লেনদেন প্রক্রিয়া। ৪০

রেফারেন্স সার্ভিস । ৪১

অধ্যায় - ৮ম :

সংগৃহীত বই, সাময়িকী ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সংখ্যা । ৪৩

ষ্টক টেকিং / মজুত গননা । ৪৩

বাঁধাই । ৪৩

ছাটাই । ৪৪

ফিউমিগেশন । ৪৪

অধ্যায় - ৯ম :

গ্রন্থপঞ্জি সেবা, ৪৫

(ক) ইনডেক্সিং ৪৫

(খ) এ্যবসট্রাকটিং ৪৫

(গ) ডকুমেন্টেশন । ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ সেবা। ৪৬

গ্রন্থাগার সহযোগীতা। ৪৭

সহযোগীতার সুবিধাদি ও উদ্দেশ্য। ৪৭

আ.ু:গ্রন্থাগার ধার ও সময়সূচী। ৪৮

অধ্যায় - ১০ম:

ব্যবহারকারীর ধরন। ৪৯

দৈনিক ও বাৎসরিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও চার্ট। ৪৯

ব্যবহারকারীর চাহিদা। ৫০

অধ্যায় - ১১:

গ্রন্থাগারের পেশাগত ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। ৫১

গ্রন্থাগারের গনযোগাযোগ। ৫১

গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ধরন, সংখ্যা ও অন্যান্য কর্মসূচী। ৫২

অধ্যায় - ১২:

বর্তমান সমস্যাদি ও অন্যান্য অবস্থা। ৫৩

নিজস্ব মন্তব্য/ সুপারিশ। ৫৪

উপসংহার। ৫৮

গ্রন্থপুঞ্জী ৬০

নির্ঘন্ট ৬১

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা :-

সকল প্রকার জ্ঞানকে একত্রে করিয়া সহায়িত্বদানের অভিপ্রায় থেকে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। জ্ঞানের বহুমুখী চাহিদা পূরনের যে প্রয়োজনীয়তা তা থেকে বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। যাহারা গবেষণা করেন তাহাদের জন্য বিশেষ গ্রন্থাগার, স্কুল কলেজের জন্য শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার, সমাজের সর্বস্তরের গন মানুষের জন্য গন-গ্রন্থাগার এবং সর্বশেষ জাতীয় ঐতিহ্যকে ধরিয়া রাখিবার মহতী প্রয়াস জাতীয় পর্যায়ের গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার সংগঠনের পিছনে যে তিনটি উপাদান সক্রিয় তা হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয়তা, রুচিবোধ।

এই গুলির অনেকেই বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। উল্লেখ্য যে কোন এক সময় গ্রন্থাগার ধারনা ছিল গ্রন্থাগার কেবলমাত্র একটি সংরক্ষণাগার হিসাবে বিবেচ্য ছিল। ধারনা ছিল গ্রন্থাগারে শুধু পুস্তক সংরক্ষণই করা হয়। কখনো হয়তো বা বিক্রয়কেন্দ্র রূপে ভুল করা হতো। নিঃসন্দেহে বহু পূর্বেই এরূপ অজ্ঞানুর ধারনার পরিবর্তন হইয়াছে। গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধগম্য এর আওতায় আসিয়াছে। এইটা শুধু সংরক্ষণাগারই নয়, পরন্তু এখানে জ্ঞান বা তথ্য বিতরন করা হয় মানবীয় আত্মার পরিশুদ্ধি ও কল্যাণ সাধনের জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগারকে নীরব মহাসমুদ্রের সংগে তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থাগার জ্ঞানের মহাসমুদ্র বটে। তিনি আরও সুন্দরভাবে বলিয়াছেন " হিমালয়ের মাথায় উপর কঠিন তুষারের মধ্যে যেন শত শত বন্যা বাধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই গ্রন্থাগারের মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাধিয়া রাখা হইয়াছে।"

ছাত্র জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জাতীয় দর্শন ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত তথ্য ও গ্রন্থাগার জ্ঞান পিপাসু মানুষের সামনে খুব সহজ প্রক্রিয়ায় তুলিয়া ধরে। গ্রন্থাগার জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীদের শ্রেষ্ঠতম

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতা ও গভীরতম উপলব্ধি এবং বিশ্বাসকে ধারন করে এবং যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে অনুপ্রাণিত ও আলোকিত করে। শুধু জাতীয় মনীষীদের বাণীই নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্বের সকল মনীষীর গভীরতম উপলব্ধির সত্যতম বানী এখানে নীরবে সবাইকে দিক নির্দেশনা দেয়। গ্রন্থাগার ও গবেষণার সাহায্যে মানুষ জীবনের রহস্য উন্মোচনে এগিয়ে যায়। গ্রন্থাগারের সুবাদেই নতুন নতুন সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। গ্রন্থাগার মিটায় আমাদের প্রাণের ক্ষুধা যা অফুরন্ত। এজন্য খুব বেশী প্রয়োজন গ্রন্থাগারের। গ্রন্থাগার হলো জাতীয় সংস্কৃতি ও উন্নতির চাবিকাঠি। মিশরীয় সংস্কৃতির নির্দশন ছিল আলেক জান্দ্রিয়ার বিশাল গ্রন্থাগার। বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হলো প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জল স্বাক্ষর।

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা হাসপাতালের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। দৈহিক বিশৃংখলা দূর হয় হাসপাতালে আর মানষিক অভাব দূর হয় গ্রন্থাগারে। আদর্শ পুস্তক পাঠক ও পাঠকের সুবিধা এই তিনের মধ্যেই গ্রন্থাগারের স্বার্থকতা।

নিরক্ষরতা দূরীকরনের অভিযানের সংগে স'ংগে বাংলাদেশে প্রতিটি শিক্ষা ইনষ্টিটিউটের সাথে একটি গ্রন্থাগার গড়ে তুলা আবশ্যক। বিগত বৎসর গুলিতে বেশ কিছু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কতগুলি কলেজে অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স চালু হয়েছে। অথচ সেই খানে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরন এবং বই পুস্তক দেওয়া হয় নি। স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর শ্রেণী সব বই কিনে পড়ার মত সামর্থ্য সব ছাত্রের নাই। এই জন্য তাহাদেরকে গ্রন্থাগারের মুখাপেক্ষি হইতে হয়। আর এ জন্যই উন্নতমানের গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলা আবশ্যক।

উন্নত দেশে প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে অধ্যয়নের শেষে দু বছর গ্রন্থাগারের উপর বিশেষ ট্রেনিং করিতে হয়। আমাদের বাংলাদেশে এখনও সেই প্রথা চালু হয় নাই বলিয়া অধ্যয়ন প্রভৃতি চলাকালে প্রত্যেককেই ভাল নোট সংগ্রহ এর জন্য গ্রন্থাগারের উপর ভরসা করিয়া থাকিতে হয়। কাজেই উচ্চ শিক্ষার গ্রন্থাগারের ভূমিকা প্রচুর।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাগার একটি গতিশীল শিক্ষণীয় শক্তি, যাহা প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীর জ্ঞানালোকে প্রাপ্ত জীবনে প্রভাবিত হয় এবং একজন গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা শিক্ষাদাতা, অংশিদার হিসাবে। যেহেতু তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের অজানা পাঠ্য বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া তাহাদের নির্বাচন ও ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষ।

গ্রন্থাগার কলেজের শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং কলেজের প্রধান অংশ গুলির মধ্যে গ্রন্থাগার একটি প্রধান অংশ। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ ১৯৮৬ তে দেশের অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সমতুল্য হয় তজ্জন্য মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে সচেষ্ট হন।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রহের দিক দিয়ে খুব একটা সমৃদ্ধ নহে। তবুও এখানে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ের প্রচুর সংগ্রহ ~~গ্রন্থ~~ বিদ্যমান - এ ছাড়াও আছে গ্লোবস, ম্যাপ, সাময়িকী ও খবরের কাগজ - ছাত্র ছাত্রীরা পাঠাগারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িয়া থাকেন।

গ্রন্থাগার হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সর্ব কালের সকল জ্ঞান সুপরিকল্পিত উপায়ে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত থাকে। গ্রন্থাগারিকের কাজ হলো শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারের সম্পদ ব্যবহারের উন্নতি সাধন করা। শিক্ষক ছাত্রের জ্ঞান পিপাসা জাগাইয়া তুলেন। আর গ্রন্থাগার ছাত্রের সেই জ্ঞান স্পৃহা মিটাইতে সহায়তা করেন। এই হিসাবে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞানের পরিসরকে বাড়ানোর জন্য শুধু মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের কাঠামোর মধ্যে নহে বরং পাঠ্যক্রম ছাড়াও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা কাজের সহায়তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গড়িয়া তুলা হইয়া থাকে।

পাঠক পাঠিকার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং পাঠক ও কর্মচারীদের মধ্যে একটি সহযোগীতার বন্ধন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

মহাবিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদেরকে সব সময়ই গ্রন্থাগারের মুখাপেক্ষি হইয়া থাকিতে হয়। আর এই জন্যই মহাবিদ্যালয়ের সাথে উন্নতমানের গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলা আবশ্যক।

মানুষের বেলায় যেমন রোগের চিকিৎসার চাইতে কারন ও প্রতিরোধই শ্রেয়, তেমনই পুস্তক সংরক্ষণ, সংগ্রহ, ও সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিবার সময় পুস্তকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় কি কারনে অর্থাৎ কারন নির্ণয় এবং কিভাবে সেই গুলি বিদুরিত করা যায় অর্থাৎ প্রতিষেধক ও ব্যবস্থা এই বিষয় দুইটির সতর্ক ও সযত্ন অনুশীলন হওয়া একান্ত কর্তব্য। ইংরাজী প্রবাদ তাই বলে "প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর" আরোগ্য অপেক্ষা প্রতিষেধকই উত্তম, এবং এ থেকেই বর্তমান গবেষণা পত্র রচনায় প্রয়াস।

১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী পরীক্ষার আংশিক পরিপূরক হিসেবে "শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার এর কেইস স্টাডি" শিরোনামে গবেষণা পত্র রচনার সামান্য এর প্রয়াস।

বর্তমান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা পত্রটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রন্থাগারের জন্য একটি ফলোৎপাদী সার গ্রন্থ (হ্যান্ডবুক) অথবা ম্যানুয়েল হিসাবে সহায়ক হবে। গবেষণা পত্রে আলোচিত সূত্র, নির্দেশাবলী, ও পরামর্শ গুলো যদি সকল পুরাতন অথবা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে এমন গ্রন্থাগার গুলোতে অনুসরন এবং বাস্তব অনুশীলন করে তাহলে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও সংরক্ষনের কার্যক্রম স্বাভাবিক ঐতিহ্য ও জাতীয় মর্যাদা এবং মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইবে। তাহা ছাড়াই ইহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার পেশাধারী নেতৃত্ব ও সংগঠক, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ সহায়ক ও মৌলিক অবস্থান হইবে বলে বিশ্বাস রাখি।

Dhaka University Institutional Repository

দৃঢ় বিশ্বাসের ফলশ্রুতির স্বাক্ষর বহনে বর্তমান গবেষণা পত্রটি দেশ বিদেশের সংশ্লিষ্ট পাঠক ও সাধারণের তৃপ্তি দানে সহায়ক হইলে আমি আমার পরিশ্রম সফল বলিয়া মনে করবো ।

গবেষণা পদ্ধতি :-

বিভিন্ন পদ্ধতিতে গবেষণা চালানো যায় । কেস স্টাডি সামাজিক গবেষণার একটি পদ্ধতি । তাই গবেষণার পর্যায়ক্রম ও অনুসৃত নিয়ম এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ।

গবেষণা পত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় । আমার ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । কারন আমার বিষয় বস্তুর উপর বিশেষ বই পুস্তক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই । যতদুর সম্ভব আমি প্রাসংগিক বই পত্র পড়িয়াছি এবং তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি । এই "লিটারেচার সার্চ" পদ্ধতিটি আমাকে অতিকষ্টে সম্পাদন করিতে হইয়াছে । শিবপুর শহীদ আসাদকলেজ গ্রন্থাগারে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করিয়া ভিত্তি সম্পন্ন যথার্থ তথ্য , ডাটা , নমুনা ও প্রত্যক্ষ দর্শণের আনুসংগিক ছবি সংগ্রহ করা হইয়াছে , এবং সন্নিবেশ করিয়া গবেষণা পত্রকে যথাযথভাবে রচনা ও উপস্থাপন করা হইয়াছে ।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার অনেক গুলি গবেষণা পদ্ধতির অন্যতম । আমাকে ও এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইয়াছে । এ ব্যাপারে আমি , শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ এর অধ্যক্ষ , জনাব নজরুল ইসলাম সাহেব এর নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছি । তাহা ছাড়া শিবপুরের স্থানীয় লোক জনাব আঃ মান্নান ভূঞা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক জনাব সাখাওয়াত আলী খান সাহেবের প্রত্যক্ষ্য সাক্ষাৎকার নিয়াছি । তাহাদের অকৃপন সহযোগিতা আমার এই গবেষণা পত্র প্রণয়নে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছে ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য :-

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হইলো প্রকৃত তথ্য খুঁজিয়া বাহির করা এবং গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের ন্যায় কলা অনুষদের অধীন " গ্রন্থাগার বিজ্ঞান " বিভাগে, এম,এ, শেষ পর্বেরপরীক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচীতে " গবেষণা নামে একটি গবেষণা পত্র অনুভুক্ত রহিয়াছে।" এই গবেষণা পত্র ১৯৮৩ - ৮৪ সনের এম, এ, পরীক্ষার পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে।

কেস্ ষ্টাডি পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা হইল যে, ইহার দ্বারা কোন বিষয় ব্যক্তি বা দল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি সম্পূর্ন চিত্র লাভ করা যায়। একটি বিষয় বা ইউনিটকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিস্তারিত ভাবে অনুসন্ধান করা হয় বলে এর বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যপ্ত গবেষকের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কোন বিষয় ও বা সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর ধারনা লাভ করা যায়।

গ্রন্থাগার সামগ্রী সহজ লভ্য করিয়া রাখিতে, পাঠকের সন্তুষ্টি বিধান করিতে, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সামগ্রীকে সুষ্ঠুভাবে বাঁচাইয়া রাখিয়া পাঠক ও গবেষকদের সহায়তা দান, প্রভৃতিতে এই গবেষণা পত্রের ভূমিকা অপরিসীম।

আজও আমাদের এই নব্য স্বাধীন প্রাপ্ত বাংলাদেশে কোন পদ্ধতিগত সুষ্ঠু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় সম্পদ রক্ষা ও অপচয় রোধ করা এবং পাঠক ও গবেষক অথবা একনিষ্ঠ জ্ঞান পিপাসুদের জন্য কার্যকরী সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনুশীলন করা অপরিহার্য এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কৌশলকে সুষ্ঠু ও সযত্নে আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্য পুরনার্থে স্বার্বিক দৃষ্টি রেখে বর্তমান এই গবেষণা পত্র রচনার প্রয়াস।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পরিধি :-

আমার এই গবেষণা পত্রের নাম "শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার" একটি সমীক্ষা । ইহাতে আমি শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন দিক তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি । বিশেষ করিয়া শহীদ আসাদের স্মরণে আমি আমার গবেষণা পত্রে আসাদের সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস ও ইহাতে বর্ণনা করিয়াছি । তাছাড়া শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার , ইহাতে বেশী প্রাধান্য দিয়াছি ।

উক্ত গ্রন্থাগারেই আমার এই গবেষণা পত্র সীমাবদ্ধ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :-

শিবপুর বর্তমান নরসিংদী জেলার একটি উপজেলার নাম । ইহা পাহাড়িয়া নদীর (কলাগাছিয়া) তীরে নরসিংদী সদর হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৮০.৮৮ বর্গ মাইল । লোক সংখ্যা ১,৯৪,৩৭৮ জন তম্মধ্যে পুরুষ ৯৮,১৭০ ও স্ত্রী লোক ৯৬,২০৮ জন ।

শিবপুর উপজেলায় ৯ টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে । শিবপুরে মোট ১৯৮ টি গ্রাম আছে । গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি । তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও শিবপুর উপজেলা কোন অংশে পিছিয়ে নাই - এখানে ১১৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯ টি বালিকা বিদ্যালয় ও ১ টি কলেজ আছে । এই উপজেলার শিক্ষিতের হার ২৩% পুরুষ ও ১৪ % মহিলা ।

ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিবপুরের নাম গোটা দেশ জোড়া । এখানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিমখানা " কুমড়াদি মাদ্রাসা " অবস্থিত । এই উপজেলায় ৩ টি মাদ্রাসা ও ৩ টি এতিমখানা আছে । তাছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় উপাসনা স্থল মসজিদ ৩৫৯ টি ও হিন্দুদের মন্দির আছে ৭ টি ।

শিবপুর সদরে তাকাইলে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই মহান শহীদ আসাদের সমাধিস্থল ও শিবপুর এলাকার জনগনের সৃষ্ট শহীদ আসাদের নাম বক্ষে ধারন করে দাড়িয়ে আছে " শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ " তাছাড়া শিবপুর পাইলট স্কুল , শিবপুর মহিলা স্কুল , থানা ১ টি , হাসপাতাল ১ টি ও ৫ টি ব্যাংক রহিয়াছে । সম্প্রতি শিবপুরে ৬৫০০ বর্গফুট একটি পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে । ইহার উদ্বোধন করেন আলহাজ্ব মোঃ মাহুদুর রহমান খান এস,ডি,ও , নরসিংদী , তারিখ - ২৩/১/৮০ ইং ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে শিবপুরে সরকারী ও বেসরকারী মিলে বহু অফিস আদালত দেখা যায়। তন্মধ্যে উপজেলা কোর্ট বিল্ডিং, কৃষি অফিস, পশু হাসপাতাল তহশিল অফিস, 'কেয়ার' অফিস ব্যাংক অফিস, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক অফিস প্রভৃতি ছাড়াও আরও অন্যান্য অফিস রহিয়াছে।

কুটির শিল্পে শিবপুরে প্রাধান্য অনেক বেশী - এখানে ১৫০০ টি কুটির শিল্প রহিয়াছে। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে ২ টি।

কৃষিজ দ্রব্যাদি এই উপজেলায় প্রচুর পরিমানে জন্মায়। কাঁচামালের শিবপুর বাজার বিখ্যাত এদের মধ্যে রয়েছে - শিম, লাউ, কলা, চিচিঙ্গা, করল্লা, মূলা, টম্যাটু, শশা, কপি ও উল্লেখযোগ্য। আমিষ জাতীয় ফল "কাঁঠাল" এর জন্য বিখ্যাত। এই উপজেলার "যোশর ও জয়নগর" ইউনিয়নের কাঁঠালে বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষের প্রয়োজন মিঠে। তাছাড়া ধান ও পাট এই এলাকায় প্রধান ফসল।

যাতায়াতের সুব্যবস্হা শিবপুরে অনেক পূর্বের এখানে ৩৫ মাইল পাকা ও ৯৫ মাইল কাঁচা রাস্তা রহিয়াছে, ঢাকা হইতে শিবপুর সরাসরি বাস, কোষ্টারের যোগাযোগ রহিয়াছে। এবং ১ ঘন্টা ২০ মিঃ সময়ে যাতায়াত সম্ভব হয়। সবকিছু মিলে শিবপুর উপজেলাকে একটি আদর্শ উপজেলা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী :

আসাদের জন্ম ও পারিবারিক বর্ণনা :

শহীদ আসাদ বর্তমান নরসিংদী জেলার অন্তর্গত শিবপুর উপজেলায়, মাছিমপুর ইউনিয়নে ধানুয়া গ্রামে এক অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারে ১৯৩৪ ইং সালে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁহার পিতার নাম মোঃ আবু তাহের মৌলভী। তিনি ছিলেন শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সুনাম ধন্য প্রধান শিক্ষক। আসাদের মাতাও ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের শিক্ষিত মহিলা । আট ভাই বোনদের মধ্যে আসাদ ছিলেন চতুর্থ । আসাদের মৃত্যুর সময় বড় ভাই ছিলেন ফিশারী বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর , মেজভাই মুর্শেদুজ্জামান ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেজিস্ট্রার , পরের ভাই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার , আসাদ নিজেও ছিলেন ইতিহাসে এম, এ । তার ছোটটি তখন সবেমাত্র এম,এ দিয়াছিলেন এবং আরেকটি ছোট ভাই তখন ছিলেন আই,এ ক্লাশের ছাত্র । দু'বোনের মধ্যে একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এস,সি ক্লাশের ছাত্রী , অপরটি আই ,এ ক্লাশের ছাত্রী ছিলেন । বর্তমানে তাঁহারা প্রত্যেকেই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ।

আসাদের শিক্ষা জীবন :-

জন্মের পর আসাদ স্থানীয় বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন এবং তাহার পিতার কর্মস্থল " শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় " থেকে এস,এস,সি পরীক্ষা পাশ করেন । অতঃপর রাজধানীর পুরানো কলেজ " জগন্নাথ কলেজ " থেকে এইচ,এস,সি পাশ করেন । পরবর্তীতে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ইতিহাসে এম, এ ডিগ্রী নেন । রাজনীতিতে আত্মনিয়োগের ফলে এম,এ শেষ পর্বের পরীক্ষায় সে আশানুরূপ ফল লাভে ব্যর্থ হন , অবশ্য এর জন্য সে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষাও দিয়াছিলেন । ইম্প্রুভমেন্ট এর রেজাল্ট বাহির হওয়ার পূর্বেই আসাদের বিদায় নিতে হইল ইহ জগত থেকে । মৃত্যুকালে শহীদ আসাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধান ডঃ আলীম - আল - রাজী ল' কলেজের একজন ছাত্র ।

আসাদের রাজনৈতিক জীবন :-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসাদের রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি হয় । তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারী (মেনন গ্রুপ) বর্তমান বি,এন,পি-র অন্যতম নেতা আঃ মান্নান ভূঞা ছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষাগুরু । মরহুম মাওলানা আঃ হামিদ খান , ভাসানী ছিলেন আসাদের প্রিয় নেতা । তাহার আদর্শে সে ছিল বিশ্বাসী ।

Dhaka University Institutional Repository

আসাদ ছিলেন সংগ্রামী । স্বদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাহার কাম্য । সে স্বপ্ন দেখিত শোষণহীন সমাজের নয়া দুনিয়ার । তাই বড় ভাইয়ের মত সরকারী চাকুরী সে চায় নি , চায়নি মেজ ভাইয়ের মত চিকিৎসক হইতো , কিংবা চায়নি ছোট ভাইয়ের মত ইঞ্জিনিয়ার হইতে । সে চাহিয়াছিল আইনজীবি হইয়া রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়াইয়া থাকিতে । সে ভালবাসিত দেশকে , দেশের মানুষকে । সে প্রায়ই বলিত " এই দেশ আমার গর্ব , এই মাটি আমার চোখের সোনা " ।

সব মানুষের সাথে মিশিতে পারতো আসাদ । হলের সেক্রেটারী হিসাবে সে ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় । সংগঠক হিসাবে আসাদের খুব সুনাম ছিল । সংগ্রামী আসাদ কোন কিছুর আপোষ রফার ব্যাপারে ছিলেন ঘোর বিরুদ্ধে ।

মিশুক , সংগঠক , আর সংগ্রামী এই তিনটি বিশেষন ছিল তার নামের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত । একটা অতৃপ্তিতে সে সবই ভুগিত - কি যেন চাই - কি যেন নাই । এক বুক ভরা আশা আর চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে আসাদ বিদায় নিল । তাঁর উত্তরসূরীদের ও সহযোগীদের কাঁদে চাপাইয়া দিয়া গেলেন এক মহান দায়িত্ব ।

দুটি শ্লোগান আসাদের খুব প্রিয় ছিল - " জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো " অপরটি " চল, চল , গ্রামে চল । "

<u>আসাদের মৃত্যু ও তাহার প্রতিক্রিয়া :-</u>

" ৬৯ " এর গণ অভ্যুত্থানে ২০শে জানুয়ারী রোজ সোমবার বেলা ১-৫৬ মি: পোষ্ট গ্রেজুয়েট কলেজের গেটের সামনে পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান , " আসাদ " শহীদ হন । ইন্নালিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন । মৃত্যুর সময় তাহার বয়স ছিল ২৫ বৎসর ।

Dhaka University Institutional Repository

২০শে জানুয়ারী ১৯৬৯। আইয়ুব মোনেমের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসে একটি দুঃখজনক অধ্যায় সংযোজন করে। ১৯৬৮, ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহে স্বৈরাচারী শাসকের উৎখাতের জন্য বাংলার মানুষের সংগ্রামী আন্দোলন নতুন করিয়া দানা বাঁধিবার প্রয়াস পাইলেও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তাহা ফলবতী হইতে পারে নাই। মোনেম সরকারের রক্ষীবাহিনীর গুলিতে রাজধানীর ঢাকায় ও প্রদেশের এখানে সেখানে গুটি কয়েক প্রাণ অকালে ঝরিয়া পড়িলে ও ১৪৪ ধারা লংঘন করিয়া স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে পাল্টা রুখিয়া দাঁড়ানোর সাহস তখন ও রাজনৈতিক নেতাদের ছিলনা। কিন্তু এদেশের সংগ্রামী ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সমাজ সেদিন আর নীরব দর্শক হইয়া শান্ত হয় নাই। ১৪৪ ধারার বন্ধন ভেদ করিয়া তাহারা রুখিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ১৬ই জানুয়ারী হইতেই শহরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের পুলিশের ব্যাপক খন্ডযুদ্ধ চলিতেছিল।

২০শে জানুয়ারী শহরে জারিকৃত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করিয়া রাজধানীর জঙ্গী ছাত্র সমাজ পুলিশের হামলার আশংকায় লাঠি ও লৌহদন্ডে সজ্জিত হইয়া মধ্যাহ্ন কালের পূর্ব-ক্ষণে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে বাহির হয়। প্রায় দশ সহস্র ছাত্রের এই বিক্ষোভ মিছিলে কয়েক শত ছাত্রী ও অংশ গ্রহন করিয়াছিল। প্রতিবাদ মুখর এই মিছিলটি ২ ঘন্টা পরেই শোক মিছিলে পরিণত হয়।

মূল মিছিলটি রশিদ বিল্ডিং এর নিকট ছত্রভংগ হইবার পর হইতে অবশিষ্ট ছাত্রগণ পুলিশের হামলা- তাড়ার মুখে খন্ডযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে। একবার রায়ট কারটি অন্যত্র সরিয়া গেলে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ প্রাঙ্গন-এ আশ্রিত ছাত্রগণ একটি ষ্টীম রোলার ও পুরাতন লৌহদ্বারা সম্মুখস্থ রাস্তাটি বন্ধ করিয়া দেয়। অপর দিকে বিশ্ব-মেডিক্যাল কলেজ/বিদ্যালয় ময়দানের পূর্ব পার্শ্বস্থ রাস্তা ও টি বি হিলিয়ের সম্মুখস্থ পথ কং-ক্রিটের পাইপ, ইট, ও বাঁশ দিয়া ব্যারিকেট ব্লক করা হয়। এরই সংগে নাজিমুদ্দিন রোডের ল্যাবেল ক্রসিং ছাত্রগণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দিকে পথ বন্ধ হইয়া যাইবার পূর্ব মুহূর্তে রাইফেল, লাঠি, গ্যাস ও রায়টগানার লইয়া বিরাট পুলিশ বাহিনী রশিদ বিল্ডিং এর চৌমাথায় প্রবেশ করে। তখন হইতে ছাত্র-পুলিশের খন্ড যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

তৃতীয়বার পুলিশ বাহিনী শত শত ইষ্টক বর্ষনের মুখে ব্যারিকেট ভাংগিয়া বাহির হইয়া আসিবার সময় ছাত্রদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১-৫৬ মিনিটের সময় অকস্মাৎ পুলিশ কোন সতর্কতা না দিয়াই গুলি বর্ষণ করে। উক্ত গুলি বর্ষনে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজের গেটের নিকট ল' কলেজের ছাত্র আসাদুজ্জামানের বুকে একটি মাত্র গুলিবিদ্ধ হইয়া ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

অবিস্মরণীয় শোক মিছিল :-

ইতিমধ্যেই আসাদের নিহত হওয়ার খবর শহরে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িলে সমগ্র বিশ্ব-বিদ্যালয় এলাকাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নাগরিকগণ মুহ্যমান হইয়া যায় এবং শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। শহরে শোকের ছায়া নামিয়া আসে। অপ্রত্যাশিত এই দারুন মর্মান্তিক সংবাদ শুনিবার সংগে সংগে বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র ছাত্রীগণ মেডিক্যাল কলেজের দিকে ছুটিয়া আসেন এবং কলেজ প্রাংগনে সমবেত হইতে থাকে।

অপরাহ্ন ২-৩৭ মিনিটে ঢাকা মেডিক্যাল প্রাংগনে একটি কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। তখন উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের মন ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত ছিল। কাহারো মুখে কোন কথা ছিল না। এমনি প্রায় ১০ মি: অতিবাহিত হইবার পর হঠাৎ বিক্ষুব্ধ ছাত্র ছাত্রীগণ "শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না" সংগ্রাম সংগ্রাম, চলবে" শ্লোগানে সমগ্র এলাকা প্রকম্পিত করিয়া তুলে।

আবার কিছুক্ষণ বিরতি। বেলা ২-৫০ মি: অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছাত্রছাত্রীগণ শোক সভায় মিলিত হন। সভায় হাত তুলিয়া সংগ্রামের শপথ গ্রহন করেন। শহীদের আত্মার সন্মানে ০২ মি: নিরবতা পালন করা হয়। ইহার পর কালো ব্যাজ সহ খালি পায়ে বিকাল ৩-২মি: ছাত্রছাত্রীগণ দুই লাইনে একটি নিরব শোক মিছিল বাহির করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মিছিলের অগ্রভাগে ছিল একটি কালো পতাকা। ৩-৭মি: মিছিল মেডিক্যাল কলেজ অতিক্রম করে, এবং ধীর গতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স এনেক্সের নিকট দিয়া ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের পাশ হইতে শোক মিছিল শেরে বাংলার মাজারের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে রাস্তার দুপাশ হইতে ছাত্র জনতা দলে দলে অভূতপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত শোক মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। ৩-২২ মি: মিছিলটি শেরে বাংলার মাজারের কাছে থমকে দাঁড়ায়। অনতি দূরেই হাইকোর্ট ও কার্জন হলের মাঝখানে চৌ-মাথায় অপেক্ষমান ই,পি, আর বাহিনী সমস্ত রাস্তা রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মিছিলটি হইতে আনুমানিক দশ গজ দূরে ছিল। তখন কালো পতাকা বাহী ছাত্রটি ধীরে ধীরে পায়ে ই,পি, আর বাহিনীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর ই,পি, আর বাহিনী পশ্চিমদিকে মেডিক্যাল কলেজ অভিমুখে চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেন।

নির্দেশ অনুযায়ী মিছিলটি শান্তিপূর্ণ ভাবে মেডিক্যাল কলেজের দিকে আবার যাত্রা করে। ইহার পর শোক মিছিল শহীদ মিনারের পাশ দিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সলিমুল্লাহ হল, ইডেন গার্লস কলেজ হোস্টেলের নিকট দিয়ে নিউ মার্কেট -এ ৩-৫৭ মি: পৌঁছায়। শোক মিছিল অগ্রসর হওয়ার সময় রাস্তার দুই পার্শ্বের শত শত নাগরিকের চক্ষু মুছিতে দেখা গিয়াছে।

এমনি ভাবে বিকাল ৪-৬ মিনিটে যখন মিছিলের অগ্রভাগ সায়েন্স ল্যাবরেটরীর নিকট আসিয়া পৌঁছায় তখন ইহার শেষ ভাগ ইডেন কলেজের গেটের কাছে ছিল। অত:পর মিছিল ৪-২২ মিনিটে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তা দিয়া হোটেল শাহবাগের মোড়ে পৌঁছিলে ই,পি, আর বাহিনী আবার পথে দাঁড়ায়। তখন ঢাকার পুলিশ সুপার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অল্প ক্ষণ পরেই পুলিশ সুপারের নির্দেশে ই,পি, আর পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। এই ভাবে শোক মিছিল আর্ট কলেজের সম্মুখদিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পাশদিয়া ৪-৪০ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌঁছায়।

বিকাল ৫টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রধান দ্বারে জমায়েত হইতে থাকে। এই সময় নিহত আসাদের লাশ তার নিজ বাসস্থান নরসিংদী শিবপুরে লইয়া যাওয়ার জন্য নীচে নামানো হয়। শোক সন্তপ্ত ছাত্র ছাত্রীগণ পুষ্প বর্ষণ করিয়া আসাদের লাশটি আচ্ছাদিত করিয়া দেন, বহু ছাত্র ছাত্রী ঐ সময় ক্রন্দন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রেরা আসাদের লাশ কাঁধে করিয়া বায়তুল মোকাররম পর্যন্ত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে তখন সন্ধা ৬-০০ টায় ই,পি, আর ও পুলিশ বাহিনী প্রধান দ্বার দিয়া মেডিক্যাল হাসপাতালের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়েন এবং গেটের সম্মুখে কাতার বাধিয়া দাঁড়াইয়া যায় । ইহাদের দেখিয়া ছাত্রেরা আসাদের লাশ লইয়া দ্রুত গতিতে হাসপাতালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন । তাহারা শান্তিপূর্ণ ভাবে লাশ লইয়া পুলিশস্থান পর্যন্ত যাইবে বলিয়া আবদার করিয়াও পুলিশ বাহিনীর নিকট থেকে ব্যর্থ হয় ।

অতঃপর আসাদের নিকটস্থ লোকজন আসাদের লাশ তাহার নিজস্ব বাসস্থান ধানুয়া গ্রাম পর্যন্ত বহন করে নিজ বাড়ীতে মসজিদের পার্শ্বে তাহার মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী তাহাকে সমাধিস্থ করা হয় । সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২২শে জানুয়ারী হইতে সারা দেশে ৩দিন ব্যাপী শোক দিবস পালনের আহ্বান জানান । সারাদেশে তখন দুর্বার গতিতে সংগ্রাম শুরু হইল । স্বৈরাচারী সরকারের সান্ধ্য আইনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল । মাত্র ৬০ দিনের শুরু সংগ্রামে ইত্তেফাকের ছাপা খানারতালা খুলিয়া যায় । সেনানিবাসে বন্দীশালা হইতে মুক্তি পাইলেন শেখ মুজিব সহ তথা কথিত ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামী । কারাগারে তালার করিয়া বাহির হইয়া আসেন মনিসিং, ওবায়েদ, রাজ্জাক, মতিয়ারা । মাত্র ৬০দিনের মধ্যে আইয়ুব মোনেমের 'তখতে তাউস' লন্ডভন্ড হইয়া যায় । লৌহমারা পশ্চাৎদ্বার দিয়া সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয় ।

স্মৃতিপটে আসাদ :

আসাদের মৃত্যুর পর আঃ মান্নান ভুঞা, জার্নালিজম এর এসোসিয়েট প্রফেসার সাখাওয়াত আলী খান, মরহুম মাওলানা আঃ হামিদ খান ভাসানী, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আসাদের স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য বা ইতিহাসে আসাদের নাম সমুজ্জল রাখিবার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করিয়াছেন । আঃ মান্নান ভুঞা সাহেব ও স্থানীয় সহকর্মীদের সহযোগীতায় আসাদের গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কলেজের নামের সাথে তাহার নাম সংযুক্ত হয় । আর তাহারই নামে উক্ত কলেজের নামকরণ করা হয় - "শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ"।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক আহুত দ্বিতীয় কৃষক সমাবেশে ভাসানী সাহেব টাংগাইলের "সন্তোষ" গ্রামের নাম -আসাদের নামে " আসাদ নগর " করেন। তিনি সন্তোষের নতুন নামকরন " আসাদ নগর " করার কারন ব্যাখ্যা করতে গিয়া বলেন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা শহীদ আসাদের মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়। কৃষক মজুরের দাবী আদায় করিতে গিয়া আসাদ প্রান হারান।

তাছাড়া স্থানীয় জনগন তৎসময় বর্তমান নতুন সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত " আইয়ুব গেট " হইতে আইয়ুবের নাম মুছিয়া দিয়া আসাদের নাম লিখিয়াছেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তখন উহা আসাদ গেইট হিসাবে কার্যকরী করেন, এবং তখন হইতে বর্তমান পর্যন্ত উহা 'আসাদ গেইট' হিসাবেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাছাড়া উক্ত স্থানে " আসাদ এ্যাভিনিউ " ও " আসাদ সড়ক " আসাদের নামে নামকরন করা হইয়াছে।

তাছাড়াও বিখ্যাত কবি সামছুর রহমান তাঁহার " শ্রেষ্ঠ কবিতা " নামক গ্রন্থে ১৪৩ পৃষ্ঠায় (১ম সংস্করন) " আসাদের শার্ট " নামক একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য কবিতাটি তখন খুব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। কারন আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়া যে মিছিল হয়েছিল -- তার উপরই কবি শামছুর রহমান তাঁহার এই কবিতা লিখিয়াছিলেন।

" প্রতি বছর ২০ শে জানুয়ারী শহীদ আসাদের মৃত্যু দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ভার্সিটি সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। "

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের ঐতিহাসিক উন্নতি ও ক্রমোন্নতি :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ শিবপুর উপজেলার মাছিমপুর ইউনিয়নে ধানুয়া গ্রামে অবস্থিত। ইহা স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে ১-৭-১৯৭০ ইং সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবপুর এলাকারজনগণ বহু পূর্বে হইতেই শিবপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা ভাবনা করিয়াছিলেন। "৬৯" এর গণ আন্দোলনে শহীদ হন ধানুয়া গ্রামের ছেলে ও "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" এর ছাত্র আসাদুজ্জামান "আসাদ"। আসাদের মৃত্যুর পর আসাদের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু শিবপুরের কৃতি সন্তান " আঃ মান্নান ভূঞা" ও আসাদের অন্যান্য সহকর্মী বৃন্দ আসাদের নামকে ধরিয়া রাখিবার জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপারে উৎসুক হইয়া উঠেন। অবশ্য বহুদিনের প্রতিক্ষিত শিবপুর এলাকার জনগণের কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা আরো দানা বাধিয়া উঠিল। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তখন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

অবশ্য কলেজ কাহারো একক প্রচেষ্টায় বা দানে হয় নাই। চাঁদা আদায় হইতে শুরু করিয়া, ধান তোলা, বাঁশ তোলা প্রভৃতি হইার সাথে জড়িত। ধনীলোকদের নিকট থেকে এককালীন কোন বড় অনুদান কলেজ শুরুতে পাওয়া যায় নাই। এই সব কাজে শিবপুর হাই স্কুলের ছাত্র শিক্ষক গণ সক্রিয় সহযোগীতা করিয়াছেন।

কলেজ স্থাপনে আঃ মান্নান ভূঞা সাহেব এর অবদান সবচেয়ে বেশী। অবশ্য তিনি কোন জমি বা এককালীন কোন সাহায্য দেন নাই। কিন্তু তাঁহার উদ্যোগেই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনিই কলেজের স্বাকৃতি প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত জমি উদ্যোক্তা গণের প্রচেষ্টায় আস্তে আস্তে ক্রয় করা হইয়াছে। অবশ্য অদ্যাবধি সম্পূর্ণ জমির দাম পরিশোধ হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে কলেজের নামকরণ নিয়া বেশ কিছু সংখ্যক লোকজন বিরোধীতা করিয়াছিলেন। কারন আসাদ ছিলেন বামপন্থী রাজনৈতিক দলেরই একজন। অবশ্য পরে সবাই আসাদকে শহীদ হিসাবে ধরিয়া নিয়াছিলেন। ফলে আসাদের নামেই নামকরণ করা হইয়াছিল "শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ"।

কলেজের শুরু থেকে অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকে যাহারা কাজ করিয়াছেন- তাহারা নামে মাত্র বেতনে কাজ করিয়াছেন। বর্তমান অনেক সময় তাঁহাদের শুধু মেস চালানোর চিন্তা করতেন। এহেন অবস্থায় বহুলোক বছরের পর বছর বিনা পয়সায় কাজ করেছেন। শিক্ষকদের এই ত্যাগ স্বীকারের কথা কলেজের ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে।

কলেজের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন " জনাব মোঃ রব খাঁন "। পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার গভর্ণর " জনাব সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ " ছিলেন কলেজ পরিচালনা কমিটির মেম্বার। শিক্ষকদের মধ্যে যাহাদের নাম প্রথমে উল্লেখ করিতে হয় তাঁহারা হইলেন- (১) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম ভুঞা (প্রিন্সিপাল), (২) জনাব হামিদ সাহেব, (৩) ডঃ আলতাফ হোসেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) রসায়ন বিভাগ। (৪) প্রণতি কৃষ্ণ-দাস (বরিশাল বি,এম কলেজ) প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

শুরুতে কলেজে ১৭ জন ছাত্রছিল এবং প্রথম একাদশ শ্রেণী দিয়াই কলেজ যাত্রা শুরু করে। শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৬ জন। ক্রমে কলেজ বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা পাইতে শুরু করে।

তন্মধ্যে -

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর আমলে -

Dhaka University Institutional Repository

	হইতে	প্রাপ্তির পরিমান
(১)	ঢাকা বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড	২ লাখ টাকা ।
(২)	প্রেসিডেন্ট	৫০ হাজার টাকা ।
(৩)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২ লাখ টাকা ।
(৪)	জনাব শওকত আলী (ডি,সি - ঢাকা)	৫০ হাজার টাকা ।

প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ এর আমলে -

হইতে	প্রাপ্তির পরিমান
উপজেলা ফান্ড	৪ লাখ টাকা ।

বর্তমানে কলেজের দুইটি পাকা ভবন , একটি একতলা ও অপরটি দুইতলা । একতলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থানীয় জনগন স্থাপন করেন । দুইতলা নতুন ভবনের প্রথম তলার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ঢাকা জেলা প্রশাসক " জনাব এস,এম , শওকত আলী " ২৪ শে আষাঢ় ১৩৮৪ বাংলা । দ্বিতীয় তলার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার " জনাব খানে আলম " সাহেব ৫ ই জৈষ্ঠ্য ১৩৮৬ বাংলা ।

কলেজে একজন ১১২৪ জন ছাত্র ছাত্রী আছে । ১৯৭২ সন হইতে কলেজে ডিগ্রী চালু করা হয় -- অবশ্য ডিগ্রীতে এখনও বি,এস-সি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই ।

কলেজের অবস্থান ও স্থপতিগত কাঠামো :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ ১৯৭০ সনে ১লা জুলাই শিবপুর উপজেলায় মাছিমপুর ইউনিয়নে ধানুয়া গ্রামে ৬'০১ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় । কলেজ বর্তমানে দুইটি ভবন নিয়া গঠিত । উভয় ভবনই ইংরেজী অক্ষর ' আই ' টাইপের । মাননীয়

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যক্ষের সাথে আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম কলেজের কোন ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্ট্রাকচার বা প্লান নাই। স্থানীয় কারীগর দিয়াই বিল্ডিং দুইটি করা হইয়াছে। অবশ্য দ্বিতীয় বিল্ডিং তৈরীর সময় একটি প্লান করানো হইয়াছিল। কিন্তু কাজের সময় তাও নাকি অনুসরণ করা হয় নাই।

নিম্নে কলেজ ভবনের বিবরন ও জমির বিবরণ দেওয়া হইল :-

(ক) কলেজের নিজস্ব জমি ও সংলগ্ন : মোট জমির পরিমান - ৬'০১ একর।

ভবন ও সংলগ্ন এলাকা	২'৪০ একর।
খেলার মাঠ	১'০১ একর।
পুকুর	১'০০ একর।
ছাত্রাবাস	'৩০ একর।
শিক্ষক আবাসিক এলাকা	'৩০ একর।
অন্যান্য	১'০০ একর।
মোট =	৬'০১ একর।

(খ) কলেজ ভবনের বিবরণ :-

ভবন	কক্ষ সংখ্যা		মোট মেঝ আয়তন
পাকা দালান	১৫	------------	১২,৯০৩ বর্গ ফুট।
পাকা ভিত টিনের ঘর	৭	------------	২,৫৯৩ বর্গ ফুট।
কাঁচা ভিত টিনের ঘর	২	------------	২০৩ বর্গ ফুট।
শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত	১১	------------	
প্রশাসনিক কাজে	৩	----------	
ছাত্রীদের কমন রুম	১	-----------	
ছাত্রবাসের কক্ষ সংখ্যা	৬	------------	

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া ১০ জন শিক্ষকের থাকিবার মেস ব্যবস্থা আছে ।

ব্যবহারিক পরীক্ষাগারের বিবরণ :-

বিষয়	আয়তন	
পদার্থ	৪২৯ বর্গ ফুট	--- পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে ।
রসায়ন	৮৯১ বর্গ ফুট	--- " " " " ।
প্রাণিবিদ্যা	৬৬০ বর্গ ফুট	---- " " " " ।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের প্রশাসনিক চার্ট :

প্রশাসন (শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ)

সভাপতি - ১
(জেলা প্রশাসক , নরসিংদী জেলা)

সম্পাদক - ১
(অধ্যক্ষ , শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ)

সদস্য - ১৪
(শিক্ষকবৃন্দ ও শিবপুর এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ) ।

কলেজের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ বর্তমানে দুইটি পৃথক ভবনে সীমাবদ্ধ । ভবন দুইটির পুরাতনটি এক তলা ও নতুনটি দু'তলা । পুরাতন ভবনটি হইল ইংরাজী অক্ষর এল টাইপের ও নতুন ভবনটি ইংরাজী অক্ষর আই টাইপের । পর পর ভবনদ্বয় পাশাপাশি করিয়া একই সারিতে অবস্থিত । কলেজের বিজ্ঞানাগার ও উচ্চ মাধ্যমিক সেকশনের সকল প্রকার কার্যক্রম এই পুরাতন ভবনটিতে সংগঠিত হয় । নতুন ভবনে ডিগ্রী পর্যায়ের সকল ক্লাশ হয়ে থাকে । এ ছাড়াও উক্ত ভবনে শিক্ষক মিলনায়তন অফিস কক্ষ , অধ্যক্ষের কক্ষ , গ্রন্থাগার ও

Dhaka University Institutional Repository

সেমিনার / মিলনায়তন কক্ষ অবশিষ্ট ।

প্রতি বৎসর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় কলেজে প্রচুর ভীড় হয় । ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলেছে । ফলে দিন দিন কলেজ উন্নতির দিকে পদার্পন করিতেছে । ১৯৮৬ ইং সালে আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ কলেজকে সরকারী কলেজে উন্নীত করিবার কথা ঘোষণা দিয়াছেন ।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম সাহেবের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারে যতটুকু জানিতে পারিলাম তাহা হইল এই কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে মাঠের পূর্ব দিকে আর একটি নতুন ভবন স্থাপন করা হইবে । বর্তমান নতুন ভবনটি তিনতলা করা হইবে । পুরাতন ভবনটি দ্বিতলা করিবার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হইয়াছে । গ্রন্থাগারের জন্যও একটি নতুন ভবন স্থাপন করা হইবে । গ্রন্থাগার মূল ভবন হইতে সম্পূর্ণ আলাদা থাকিবে । তাহাছাড়াও দুইটি ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের জন্য একটি আবাসিক ভবন নির্মানের পরিকল্পনা রয়েছে । অধ্যক্ষ সাহেব ভবিষ্যত কলেজে অনার্স কোর্স খোলার ও আশা পোষণ করিয়াছেন । এই মর্মে সকল প্রকার পরিকল্পনা ও অন্যান্য কাগজপত্র শিক্ষা-মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় রেজিঃ অফিসে পাঠানো হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক উন্নতি ও ক্রমোন্নতি :-

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে শুরু হয়েছিল, তবুও বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে একাডেমিক এবং বিশেষ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এদেশে ।

এইসব বড় বড় গ্রন্থাগার গুলোর প্রতিষ্ঠার ফলেই এদেশে গ্রন্থাগারিকের জন্ম এবং গ্রন্থাগার সেবা এদেশে শুরু হয় । কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলন অত্যন্ত ধীর-গতিতে অগ্রসর হইতেছিল এবং এদিকে কর্তৃপক্ষের ও তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় নাই । এমনকি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব পর্যন্ত সম্যকভাবে উপলব্ধি হইতেছিল না ।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়,মহাবিদ্যালয়,এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলোরও যথাযথ যত্ন নেওয়া হইতেছে না । আমাদের দেশে কোন গ্রন্থাগার আইন বা বিধি নাই । যার ফলে গ্রন্থাগারের পরিকল্পনায় পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনা,উৎসাহ বা উদ্দীপনার উপর নির্ভর করে ।

আমাদের দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সন্দেহাতীত ভাবে বলা চলে যে, সরকারী সাহায্য সহযোগীতা,সহানুভূতি ও সরাসরি হস্তক্ষেপ ব্যতিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্ভব নয় ।

গ্রন্থ হচ্ছে মানুষের সহচর,মানবিক বৃত্তির বিকাশ,মানষিক ভূরি ভোজনে সাধারন ব্যবহারিক জীবন পরিচালনায়,মোটকথা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য । আর এই প্রয়োজন বা মানবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজনে সারাদেশ ব্যাপী

Dhaka
University
Library.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাগার প্রয়োজন। যে দেশে জনসাধারন যতবেশী নিরক্ষর সেদেশে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও ততবেশী। বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের দেশে যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর সেখানে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কতবেশী। ছাত্রজীবনে ছাত্র ছাত্রীরা যে শিক্ষা পায় কর্মজীবনে যাতে চচাহীন অবস্থায় তা নিঃশেষে মিলিয়ে না যায়। জ্ঞানচর্চার গতি অব্যহত রাখিবার জন্য সবযুগে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজন। সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি গ্রন্থাগারের বিস্তৃতির ইতিহাসই সভ্যতার বিস্তৃতির ইতিহাস। পাশ্চাত্যদেশের মত গ্রন্থাগার আইন করিয়া গ্রামে,শহরে, মহকুমার,জেলায়, স্বায়ত্বশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান গুলোকে আর্থিক সাহায্য দ্বারা দেশের প্রতিটি স্থানে জনসাধারনের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিলে অচিরেই দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ,জ্ঞানের আলো পৌছাইতে পারিব।

ছাত্র শিক্ষা এবং দেশের শিক্ষিত সমাজকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা,গুরুত্ব ও এর ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলার জন্য শিক্ষিত সমাজ,বিশেষ করিয়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যাক্তিদেরকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। বেতার টেলিভিশন এবং সংবাদ ও গনসংযোগ বিভাগের সাহায্য নিতে হইবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য পাঠ্যপুস্তকে গ্রন্থাগারের ব্যবহার,প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর লিখিত বাংলা ভাষার প্রচুর পুস্তিকার।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ '৭১' এর গন আন্দোলনের পর পরই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে পাঠদানের সুবিধার্থে শিক্ষকগন ও ছাত্র ছাত্রীগন পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে থাকেন। শিক্ষকগন ও পাঠকগনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য তৎকালীন সময়ে গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত সীমিত পুস্তক (১৫০০টি) সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে গ্রন্থাগারের যাত্রা মুক্তি শুরু হয়। এ যাবৎ যতগুলি সংগ্রহ গ্রন্থাগার সংগৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে বেশী সংগ্রহ দিয়াছেন "এশিয়া ফাউন্ডেশন"। গ্রন্থাগারের মোট আয়তন ১১০০ বর্গফুট। সংগ্রহের পরিমান ১০,০০০। গ্রন্থাগারের জন্মলগ্ন থেকে তিনি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে কাজ করিয়া আসিতেছেন জনাব নজরুল ইসলাম বি,এ, সার্টিফিকেট কোর্স ইন পাবলিক লাইব্রেরী। পরবর্তীতে আর একজন সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। অবশ্য তাহার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর কোন ডিগ্রী নাই। বর্তমানে ৩টি রুমের সমন্বয়ে গ্রন্থাগার গঠিত। এখানে ১২টি আলমিরা, ২৫টি চেয়ার ও ১০টি ছোট ও বড় টেবিল বিদ্যমান।

গ্রন্থাগারের অবস্থান :- শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার বর্তমান নতুন ভবনে অবস্থিত। ইহার পূর্ব পার্শ্বের রুমে কলেজ অফিসের কার্যাদি সম্পন্ন হয়। আর পশ্চিম পার্শ্বের রুমগুলিতে ক্লাশ হইয়া থাকে। গ্রন্থাগারের পশ্চিম পূর্ব পার্শ্ব দিয়া একটি পাকা রাস্তা শিবপুর বাজার হইতে চরসিংদুর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

পরিবেশগত দিক থেকে গ্রন্থাগার দূষনমুক্ত নয়। ইহা অফিস রুম ও ক্লাস এর মধ্যস্থানে অবস্থিত বলিয়া তাহা ছাড়া দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। রাস্তাতে যানবাহন ও লোকজনের চলাচল অহরহ গ্রন্থাগারের অসুবিধার কারন হয়। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারটির অবস্থা উপযুক্ত স্থানে নয় বলিলেই চলে। তবে অদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা ভবনের প্রস্তাব আছে।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারের বর্তমান সুযোগ সুবিধা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার ছত উন্নত নাহইলেও উহা নিম্নরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। তাহা হইল গ্রন্থাগার বিশেষ করিয়া কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের এবং শিক্ষকদের সকল প্রকার চাহিদা পূরন করিতে চেষ্টা করে। গ্রন্থাগারে একসময় ৬০জন ছাত্র ছাত্রী ও ৮জন শিক্ষক ভিতরে বসিয়া পড়াশুনা করিতে পারে। এই ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের

Dhaka University Institutional Repository

যথেষ্ট সহযোগীতা ও তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র শিক্ষক সকল সময় ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের পরিচয় পত্রের মাধ্যমে বই গ্রন্থাগার হইতে ইস্যু করিতে পারেন। বিশেষ ২-৩ জন গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী পুরা সেশনের জন্য গ্রন্থাগার হইতে পাঠ্যবইয়ের সাহায্য পাইয়া থাকেন। এছাড়াও ছাত্র শিক্ষক সকলের জন্য দৈনিক/সাপ্তাহিক পত্রিকার ব্যবস্থা করা থাকে। এছাড়াও কলেজের অন্যান্য কর্মীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলা ধুলার বই উপন্যাস গঠন, আত্মজীবনীমূলক ও ধর্মীয় বইয়ের ইস্যুর ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য সরকারী বা উন্নত কলেজ গ্রন্থাগারের মত শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে না পারিলেও ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য উহা সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :-

যেহেতু শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ মহামান্য প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় করন করিয়াছেন ১৯৮৬ ইং সালের ১লা জুলাই। সেইহেতু কলেজের বর্তমানে নতুন ধরনের পরিকল্পনা হইয়াছে। সাথে সাথে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন পরিকল্পনাও উহার পিছনে জড়িত আছে। পরিকল্পনাতে আছে গ্রন্থাগারের জন্য একটি আলাদা ভবন নির্মান করা হইবে।

গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক চার্ট

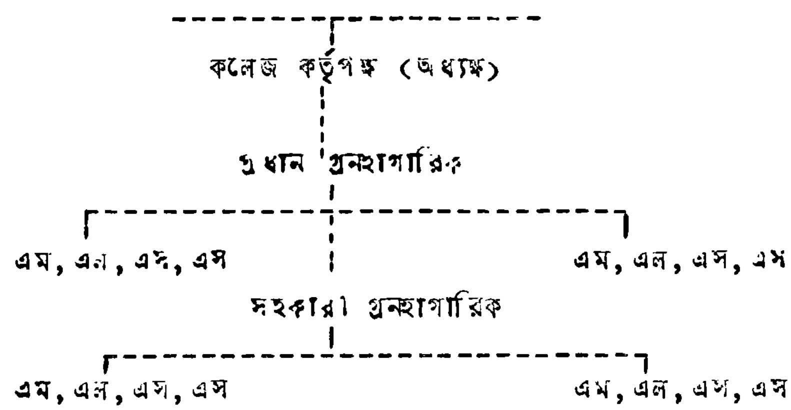

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাগার কমিটি (শিক্ষাবর্ষ -১৯৮৩-৮৪)

(১) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান - উপাধ্যক্ষ - আহবায়ক।

(২) শ্রী সুনীল চন্দ্র চৌধুরী - সহকারী অধ্যাপক - সেক্রেটারী।

(৩) জনাব আহসান উল্লাহ - " " - সদস্য।

(৪) জনাব আঃ মোতালেব মিয়া - " " "

(৫) জনাব নাজিম উদ্দিন ভূঞা - " " "

(৬) জনাব এম,এম, মোঃ নূরুন নবী- " " "

(৭) জনাব আঃ মান্নান খান - " " "

(৮) জনাব নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী- (গ্রন্থাগারিক) সম্পাদক

গ্রন্থাগারের বাজেট, বাজেটের উৎস এবং খরচের হিসাব :

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির সময় যে গ্রন্থাগার ফি দিয়া থাকে, এবং কলেজ ফান্ড থেকে প্রতি বৎসর কিছু টাকা দিয়া গ্রন্থাগার বাজেট তৈরী হয়। সেই দিয়াই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা মিটাইতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা মোতাবেক আনুপাতিক হারে বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা বিভাগীয়রা অথবা বিভাগীয় প্রধান-দের নিকট থেকে চাহিদা পত্র অনুসারে সম্ভাব্য পুস্তক তালিকা তৈয়ার করেন গ্রন্থাগারিক। ইহার পর দরপত্র আহবান করে পুস্তক ক্রয় করা হয়। এই টাকার ভিতর গ্রন্থাগারের আসবাব পত্র বই পুস্তকের খরচ মিটাইতে হয়।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে বই জমা দিতে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে প্রতি সপ্তাহের বা উহার যে কোন অংশের জন্য ১.০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ছাত্র ছাত্রীগণ একাদশ থেকে দ্বাদশ বা ১ম বর্ষ থেকে ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় অথবা

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরনের সময় জরিমানা তালিকা প্রস্তুত করিয়া কলেজের ক্যাশ বিভাগে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ক্যাশিয়ার জরিমানা আদায় করেন। লাইব্রেরীর কোন পুস্তক হারাইয়া গেলে ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীগন বাজার থেকে উহা ক্রয় করিয়া দিতে হয় অথবা উক্ত বইয়ের দ্বিগুন মূল্য দিতে হয়। ছাত্র ছাত্রীগনকে কলেজ থেকে পাশ করিবার পর নূতন সার্টিফিকেট তোলার সময় অবশ্যই লাইব্রেরীর ছাড়পত্র নিতে হয়। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীগনকে ও অন্যত্র বদলী হইলে অনুরূপ ছাড়পত্র নিতে হয়। তবে মাঝপথে লেখাপড়া ছাড়িয়া গেলে ছাত্র ছাত্রীগনের বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিয়া বই বা ইহার মূল্য আদায়ের চেষ্টা চালানো হয়। সাধারনত: এক শ্রেণী হতে অন্য শ্রেণীতে যাওয়ার সময় এই ধরনের ঘটনা ধরা পড়ে। তবে এত কিছু করার পরও কলেজ লাইব্রেরী হইতে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু বই হারানো যায়।

ছাত্র ছাত্রীর লাইব্রেরী ফি ও জরিমানা এবং অনুদান মিলিয়ে ৪/৫ বৎসর পর্যন্ত ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকার বাজেট তৈয়ার করা হয়।

গ্রন্থাগারের আয় ব্যয়ের হিসাব :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ প্রতি বৎসর (১লা জুলাই -৩০শে জুন) শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে বাজেট তৈরী হয়। কোন কোন বৎসর বাজেটের টাকা উদ্বৃত্ত হয় আবার কোন কোন বৎসর টাকার ঘাটতি পড়ে অবশ্য পরে সেইটা সুবিন্যস্ত করিয়া নেওয়া হয়। ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতি বৎসর ভর্তির সময় ১৫.০০ টাকা করে যে ফি নেওয়া হয় সে টাকা ও বিশিষ্ট লোকদের সাহায্য থেকে গ্রন্থাগারের আয় হয়।

সাধারনত: মূল বাজেটের অংশ পুস্তক ক্রয় এবং বাকী ১/৩ অংশ টাকা প্রতি বৎসর বিভিন্ন ধরনের পত্রিকার মূল্য পরিশোধ ও গ্রন্থাগারের পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজে ব্যয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কলেজ লাইব্রেরীর জন্য সাধারনতঃ প্রয়োজনীয় বই খরিদ হইয়া থাকে। শিক্ষকদের চাহিদা তালিকায় বৈদেশী পুস্তক থাকিলে দরপত্র দাতার মাধ্যমে এই সকল পুস্তকের স্বদেশের মূল্যের ২-½ গুন বা ৩ গুন মূল্য দিয়ে ক্রয় করিয়া থাকে। তবে বৈদেশী পুস্তক খুব একটা ক্রয় হয় না।

গ্রন্থাগারের ৩ বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব :-

শিক্ষা বর্ষ	আয়		ব্যয়	
১৯৭৯-৮০	(ক) ছাত্র ছাত্রীদের নিকট থেকে আদায়কৃত ফি	৩৪,৩৪২	(ক) পুস্তক ক্রয়	২৮,৯১২
	(খ) বাড়তি	২,০৬০	(খ) সাময়িকী ক্রয়	২,৬০০
			(গ) দৈনিক পত্রিকা	[illegible]
			(ঘ) পুস্তক বাধাই	৪,২২৫
	মোট	৩৬,৫০৩	মোট	৩৬,৫০৩
১৯৮০-৮১	(ক) ছাত্র ছাত্রীদের ফি	১০,১৪০	(ক) পুস্তক ক্রয়	২৮,৫০০
	(খ) কলেজ ফান্ড	২৬,৫০০	(খ) সাময়িকী	২,১০০
			(গ) দৈনিক পত্রিকা	১,২১০
			(ঘ) খাটতি পূরন	২,০৬০
			মোট	৩৩,৯৭১
			উদ্বৃত্ত	২,৬৬৯
	মোট	৩৬,৬৪০	মোট	৩৬,৬৪০
১৯৮১-৮২	(ক) ছাত্র ছাত্রীদের ফি	১৮,২২৬	(ক) পুস্তক ক্রয়	২৯,১০৫
	(খ) কলেজ ফান্ড	১৮,০০০	(খ) সাময়িকী ও সংবাদপত্র	২,৫৭০
	(গ) পূর্ববর্তী বৎসরের উদ্বৃত্ত	২,৬৬৯	(গ) পুস্তক বাধাই	৬,২৫০
			মোট	৩৭,৯২৫
			উদ্বৃত্ত	৯৭০
	মোট	৩৮,৮৯৫	মোট	৩৮,৮৯৫

Dhaka University Institutional Repository

বাৎসরিক রিপোর্ট :-

সময়কাল	সর্বমোট বইয়ের গ্রহণ সংখ্যা	সর্বমোট দানকৃত বইয়ের সংখ্যা	সর্বমোট ক্রয়কৃত বইয়ের সংখ্যা	হারানো বইয়ের সংখ্যা
১৯৭৯-৮০	১৪০০	২০০	১২০০	৫০

----০-----

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সর্বকালের সকল জ্ঞান সুপরিকল্পিত উপায়ে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয় । এই গ্রন্থাগার মানব জীবনের অক্ষয় সম্পদের সংগ্রহ শালা । মানুষের চিন্তা চেতনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম এখানে সংরক্ষিত থাকে জ্ঞান পিপাসু মানুষের জন্য । এই গ্রন্থাগারে বসিয়া মানুষ একে অন্যের সংগে মহামিলনের পবিত্র সংগ সুখ লাভ করিতে পারে । গ্রন্থাগার বর্তমানে পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ করিয়া চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠকের কাছে তাহার পরিবেশ অনুযায়ী বুদ্ধি মত্তার ভিত্তিতে বিতরণ করে । একটি গ্রন্থাগারের প্রাথমিক কাজ হইতেছে অধ্যয়ন । এবং সঠিক নির্দেশনা লাভের জন্য পাঠকের নিকট এর সংগ্রহের অনুভূত বিনিয়োগ করনকে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনা করা।যথাযথ উপকরণ যথাথ পাঠকের নিকট তুলিয়া দিয়া চাহিদা মিটানো ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ।

যেহেতু গ্রন্থাগার একটি সেবামূলক ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এর মৌলিক লক্ষ হইতেছে চাহিদা ভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করিবার মাধ্যমে যথাযথ ভাবে সেবাদান করা । সেবাদানের যথার্থতাই গ্রন্থাগারের প্রকৃত আদর্শের স্ফুরন ঘটায় । এই আদর্শ সমাজকে জানা লৌকিক করে । জাতিকে মহিয়ান করে । কারন গ্রন্থাগারের প্রকৃত ও আদর্শ সেবা ব্যতিত কোন ছাত্র ছাত্রীই উন্নতি লাভ করিতে পারে না । প্রকৃত পক্ষে ছাত্র ছাত্রীর যথার্থ চাহিদা পুরনের জন্যই গ্রন্থাগারের উপকরন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হইয়া থাকে ।

বিশেষ করিয়া একাডেমিক গ্রন্থাগারের লক্ষ ও উদ্দেশ্য হইল ছাত্রছাত্রী এবং একাডেমির শিক্ষকদের প্রকৃত সেবা প্রদান করা । তাঁহাদের চাহিদা মোতাবেক সকল

Dhaka University Institutional Repository

প্রকার তথ্যাদি সরবরাহ করা। সংরক্ষিত ও পুঞ্জিভূত জ্ঞানাদির সুষ্ঠু উপস্থাপনার মধ্যেই গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের যথার্থতা প্রকাশ পায়।

গ্রন্থাগারের সাধারণ নিয়মাবলী :

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ও অফিসিয়াল কোন শিক্ষক শিক্ষিকা এক সংগে ১৫ খানা বই গ্রন্থাগার থেকে ধার করে বাড়ী তে ব্যবহারের জন্য ১ মাসের জন্য নিতে পারেন। ১ মাস পরে পুস্তকগুলো গ্রন্থাগারে ফেরত আনিয়া পুনরায় ইস্যু করিয়া নীতে পারেন। কোন অফিসিয়াল কর্মচারী এক সংগে ৫ খানা পুস্তক দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। অফিস কর্মচারী গনও অনুরূপ ভাবে ১ মাসের পর পুস্তক গুলো পুনরায় ইস্যু করাইয়া নিতে পারেন।

কোন ছাত্র ছাত্রী কলেজে ভর্তি হওয়ার পর এবং ভর্তির সময় ১৫/= টাকা গ্রন্থাগার ফি জমা দিলে তাহাকে দুইটি কার্ড, ইস্যু করা হয়। বাড়িতে নিয়ে পুস্তক পড়ার জন্য সেমিনার কার্ড এবং রিডিং রুমে পড়ার জন্য রিডিং রোম কার্ড। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রী কলেজে ভর্তি হয়ে তার স্থায়ী ঠিকানায় পত্র লিখে পুস্তক উদ্ধার বা উহার দ্বিগুন মূল্য আদায় করা হয়ে থাকে।

রমজান ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি উপলক্ষে কলেজ দীর্ঘদিন ছুটি থাকিলে ও কলেজ গ্রন্থাগার খোলা থাকে সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এই সময়ে ছাত্র ছাত্রীগন ও শিক্ষক শিক্ষিকাগন গ্রন্থাগার পাঠকক্ষের ব্যাপক ব্যবহার করিয়া থাকেন। গড় পরতা হিসাবে প্রায় ১০০ পাঠক পাঠিকা কলেজ গ্রন্থাগার পাঠকক্ষ ব্যবহার করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সেমিনার কার্ডে কোন ছাত্র ছাত্রীকে প্রতি সপ্তাহের জন্য ১ টি করিয়া এবং রিডিং রুম কার্ডে প্রতিদিনের জন্য ২ টি করিয়া গ্রন্থাগারের পুস্তক ইস্যু করা হয়। সেমিনার কার্ডে ধার করা পুস্তক ছাত্র ছাত্রীগন এক সপ্তাহ পর ফেরত দিয়ে আরো এক সপ্তাহের জন্য রিনিউ করাইয়া নিতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ে গ্রন্থাগারের পুস্তক ফেরত না দিয়ে প্রতি সপ্তাহ বা তার যে কোন অংশের জন্য ১'০০ টাকা করে বিলম্ব ফি (জরিমানা) আদায় করা হয়। রিডিং রুম কার্ডের পুস্তক প্রতিদিন গ্রন্থাগার ছুটির পূর্বেই ফেরত দিতে হয়।

পাঠকগন গ্রন্থাগারিকের অনুমতি ক্রমে সেলফ থেকে বই পুস্তক আনায়ন করিয়া পড়িতে পারেন। পাঠকগন তার নিজ পছন্দমত বইয়ের নাম, লেখক, সংযোজন নম্বর এবং নিজ নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া কর্তব্যরত গ্রন্থাগার কর্মচারীর নিকট জমা দিবে এবং উল্লেখিত বই কতর্বরত কর্মচারী বের করিয়া কোন ছাত্রছাত্রী কিংবা শিক্ষক শিক্ষিকাগন ও অফিস কর্মচারী কলেজ গ্রন্থাগারের কোন পুস্তক হারিয়ে ফেললে বাজার থেকে উক্ত পুস্তকের ১ কপি ক্রয় করিয়া গ্রন্থাগারে ফেরত দিতে হয়। আর যদি পুস্তক বাজারে পাওয়া না যায় তবে তাহাদের কাছ থেকে পুস্তকের গায়ের মূল্যের দ্বিগুন টাকা আদায় করা ~~হয়~~ হয়।

কোন ছাত্র ছাত্রী বা কলেজ কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষিকা কলেজ গ্রন্থাগারে পুস্তক ফেরত না দিয়ে অন্যত্র চলিয়া গেলে তার স্থায়ী ঠিকানায় পত্র লিখিয়া পুস্তক উদ্ধার করা বা উহার দ্বিগুন মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

কর্মচারী নির্বাচন পদ্ধতি ও বেতনাদি এবং কর্মচারীদের কর্তব্য কাজের সময়সূচী :-

কর্মচারী নির্বাচন পদ্ধতি :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে কোন কর্মচারীর প্রয়োজন হইলে প্রথমতঃ উহা অনুভব করেন গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগারিক প্রয়োজনের কথা মাননীয় অধ্যক্ষের নিকট পেশ করেন। অবশ্য পরে উক্ত প্রস্তাব গ্রন্থাগার কমিটির নিকট

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন করা হয় । অতপর কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়া থাকেন কর্মচারী নির্বাচন ও নিয়োগের ব্যাপারে । কমিটি এই পর্যন্ত যতজন কর্মচারী নির্বাচন ও নিয়োগ করিয়াছেন তাহাদের জন্য কোন পেপার সার্কুলার এর প্রয়োজন পড়ে নাই । তবে যেহেতু এমন গ্রন্থাগার অর্থাৎ কলেজ সরকারী করণ করা হইয়াছে । অতএব কর্মচারী নির্বাচন পদ্ধতি ও ঠিক উন্নত পদ্ধতিতে করা হইবে ।

বেতনাদি :-

কলেজের আদি হইতে আজ পর্যন্ত যে প্রধান গ্রন্থাগারকের করিয়া আসিতে-ছেন তিনি জনাব নজরুল ইসলাম বি,এ, সার্টিফিকেট কোর্স ইন লাইব্রেরী সায়েন্স প্রথম নূন্যতম বেতনে চাকুরী করেন । ক্রমে ক্রমে বেতন বৃদ্ধি করিয়া বর্তমানে নতুন বেতন স্কেল ১৩৫০/= টাকা বেসিকে বেতন পাইতেছেন । অবশ্য প্রধান গ্রন্থাগারিক কিন্তু অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বেশী পাইয়া থাকে ।

অন্যান্য ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগন বর্তমান সরকারের নতুন স্কেল ৫০০/= বেসিকে বেতন পাইতেছেন ।

কর্তব্য ও সময় সূচী :-

কর্মচারীদের প্রধান কর্তব্য হইল ছাত্র শিক্ষকদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা । সপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতিত শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার সকাল ৯.০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকে ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

গ্রন্থাগার সামগ্রী নির্বাচন , সংগ্রহ ও অর্জন পদ্ধতি :-

গ্রন্থাগারের জন্য কোন পুস্তক ক্রয় করিবার বা দান হিসাবে কোন পুস্তক গ্রহন করিবার ক্ষমতা গ্রন্থাগারিকের নেই । এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ সাহেব সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । সাধারণ রেওয়াজ অনুযায়ী কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা পাঠ্য পুস্তকের জন্য তাঁহার চাহিদা পত্র কলেজ অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট পেশ করেন । অধ্যক্ষ সাহেব গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং ছাত্র ছাত্রীগন পুস্তকটির দ্বারা উপকৃত হইবে কিনা এই সব বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের মতামত আহবান করেন । গ্রন্থাগারিকের মতামত অনুকুল হইলে অধ্যক্ষ সাহেব পুস্তকটি ক্রয় করিবার অনুমতি দেন । অতঃপর গ্রন্থাগারিক বাজার থেকে পুস্তকটি ক্রয় করিয়া আনেন । তবে পুস্তক ক্রয় করিবার ব্যাপারে অধ্যক্ষ সাহেব গ্রন্থাগারিকের মতামত গ্রহন নাও করিতে পারেন । ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক গ্রন্থাগারিক কোন পুস্তক ক্রয়ের জন্য অধ্যক্ষ সাহেবের সরাসরি অনুমতি লাভ করলেও পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন । সাধারণ সর্বাধিক এক হাজার টাকা মুল্যের পুস্তক উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ক্রয় করা হইলে কোন রকম দরপত্র আহবানের প্রয়োজন হয় না ।

এক হাজার টাকার অধিক মুল্যের পুস্তক খরিদ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে দরপত্র আহ্বান করিয়া ক্রয় করিতে হয় । কলেজ বেসরকারী থাকা কালীন ছাত্র/ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ফি এর টাকাতে গ্রন্থাগার তহবিল গঠিত হত । প্রতি শিক্ষা বর্ষের প্রারম্ভে এই গ্রন্থাগার তহবিলের এক বড় অংশের টাকা বরাদ্দ করা হত পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য । তৎপর বিভাগীয় প্রধানদের নিকট থেকে তাহাদের চাহিদা পত্র আহবান করা হত । বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা মোতাবেক আনুপাতিক হারে বাজেট বরাদ্দকৃত টাকা বিভাগ ওয়ারী ভাগ করিয়া বিভাগীয় প্রধানদের নিকট থেকে প্রাপ্ত চাহিদা পত্র অনুসারে সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকা তৈয়ার করেন গ্রন্থাগারিক । এর পর দরপত্র আহবান করিয়া পুস্তক ক্রয় করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কলেজ গ্রন্থাগারে পুস্তক দান করিতে চাইলে প্রথমেই কলেজের অধ্যক্ষ বরাবরে লিখিত কিংবা মৌখিক প্রস্তাব রাখিবেন। অধ্যক্ষ সাহেব সে দান গ্রহনে সম্মত হইলে গ্রন্থাগারিককে সেই দান গ্রহনের অনুমতি দিবেন। তৎপর গ্রন্থাগারিক সেইদান গ্রহন করিয়া গ্রন্থাগারের ঠিক রেজিষ্টারে অনু-র্ভুক্ত করনের পর শ্রেণী করণ ও সূচীকরণ করিবেন।

গ্রন্থাগারিক অনুরূপ ভাবে দৈহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, কিংবা অন্য যে কোন ধরনের পত্র পত্রিকার সরাসরি গ্রাহক হইতে পারেন।

কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য এই ধরনের কোন পত্র পত্রিকার প্রয়োজন হইলে অধ্যক্ষ সাহেব স্বয়ং গ্রাহক হইবেন। তবে, অফিসিয়েল কাজকর্ম এবং গ্রন্থাগারে এ সকল পত্র পত্রিকার অনুর্ভুক্ত করণ ও সংরক্ষণ দায়িত্ব কলেজের গ্রন্থাগারিকের।

<u>গ্রন্থাগার সামগ্রী প্রস্তুতি করণ :-</u>

পুস্তক সংগ্রহ করিবার পরই পাঠকের হাতে পৌঁছানো অথবা পড়ার উপযোগী করিয়া তোলিবার জন্য সর্ব প্রকার কাজ করাই হচ্ছে এ বিভাগের প্রধান কাজ। যেমন - প্রবেশ সংখ্যা দেওয়া, তালিকাকরণ ও শ্রেণীকরণ এবং ডাক সংখ্যা দেওয়া ইত্যাদি। উপরোক্ত কাজগুলো শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ লাইব্রেরী সতর্কতার সহিত করিয়া থাকে।

(ক) প্রবেশিকরণ :- প্রবেশ সংখ্যা দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ। অর্থ্যাৎ প্রতিটি বইয়ের জন্য একটি সংখ্যা দেওয়া হয়। সে সংখ্যা যে পার্শ্বে বইটি লিপি-বদ্ধ করা হয় সে বইয়ের পার্শ্ব সংখ্যাই প্রবেশ সংখ্যা। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ লাইব্রেরীর সংগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই সর্বদাই এই নম্বরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

কোন পুস্তক খরিদ অথবা দান সূত্রে গ্রন্থাগারে আসিবার পরই গ্রন্থাগারের ষ্টক রেজিষ্টার বা এ্যাকসেশন রেজিষ্টারে অনুভুক্তিকরণ করা হয়। নিম্নলিখিত ছকে এ্যাকসেশন রেজিষ্টার অনুভুক্তিকরণ করা হইয়া থাকে।

এ্যাকসেশন নম্বর	তারিখ	গ্রন্থাগারের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকের নাম ঠিকানা	পৃষ্ঠা	পুস্তক	সংগ্রহের পদ্ধতি	মূল্য	বিভাজন নং	পুস্তক নং	ম
১৪১৬১	২০/৩/৮৫	তিতাস চৌধুরী	কুমিল্লা জেলার লোক সাহিত্য	বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩ ইং	২৮২		ক্রয়	৪০	৮৯১.৪৪	স/৩৮৯	

এ ছাড়া কলেজ গ্রন্থাগারে ব্যবহার্য যাবতীয় বস্তু যেমন বুক কার্ড, বুক সেলফ, গ্রন্থাগার কার্ড ইত্যাদির জন্য পৃথক ষ্টক রেজিষ্টার এবং দৈনিক ও সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পত্রিকা সমূহের জন্য পৃথক এ্যাকশেসন রেজিষ্টার ব্যবহৃত হইতেছে। পুস্তক বিভাজনের ক্ষেত্রে ডিউইর দশমিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

(খ) সূচীকরন (ক্যাটালগ) :- ক্যাটালগিং এর ব্যাপারে বিষয় ভিত্তিক পুস্তক ক্যাটালগ পদ্ধতি (সাবজেক্ট বুক ক্যাটালগিং সিষ্টেম) অনুসৃত হয়। এইটি পৃথক রেজিষ্টারে নিম্নলিখিত ছকে পুস্তক গুলোকে ক্যাটালগ করা হয়ে থাকে।

এ্যাকসেশন নং	পুস্তক নং	বিজ্ঞাপন নং	গ্রন্থাগারের নাম	পুস্তকের নাম
৮৪৩৫	দর্পণ/১০৯	১০০ এস, ইউ, ডি, সি - ২	মুঃ আখতারুল হক	দর্পণের রূপরেখা

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাটালগিং এর নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের পুস্তকের জন্য পৃথক পৃথক ক্যাটালগ রেজিস্টার থাকার কথা, কিন্তু এ গ্রন্থাগারে দুই বা ততোধিক সমমান সম্পন্ন তা সম্পৃক্ত বিষয়ের জন্য একটি মাত্র ক্যাটালগ রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়। যেমন - যুক্তি-বিদ্যা, দর্শন, মনস্তত্ব ও নীতি শাস্ত্রের জন্য একটি ক্যাটালগ রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়। তবে, এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম বিষয়ের জন্য একই ক্যাটালগ রেজিস্টারে পৃথক পরিসরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রকৌশল বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, সৌখিন শিল্প, খেলা-ধুলা, শিক্ষা, সংগীত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও আইন শাস্ত্রের কিছু সংখ্যক পুস্তক ও এই গ্রন্থাগারে ক্রয় অথবা দান সূত্রে স্থান পেয়েছে। এই সকল পুস্তক পৃথক রেজিস্টারে ক্যাটালগ করে পৃথক সেলফে সাজাইয়া রাখা হয়েছে। এই সকল পুস্তকের ব্যবহার খুব একটা হয় না।

(গ) শ্রেণীকরণ (ক্লাসিফিকেশন):- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার হওয়ায় শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারের পুস্তক সমূহ বিষয় ভিত্তিক ক্যাটালগিং করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, আর এ বিষয় ভিত্তিক ক্যাটালগিং করতে গিয়ে পুস্তক সমূহের প্রবেশি-করণের পরই শ্রেণী বিভাজন বা শ্রেণী করণ অপরিহার্য হিসাবে দেখা দেয়। বস্তুতঃ কলেজ সৃষ্টির পর প্রথম কয়েক বৎসর গ্রন্থাগারে কোন শ্রেণী করণ হতো না। ১৯৮০ সালের পর থেকে বর্তমান গ্রন্থাগারিক উক্ত কাজে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহন করেন এবং পুস্তক সমূহকে ডিউই দশমিক বিভাজন পদ্ধতিতে শ্রেণীকরণ করেন। অদ্যাবধি শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজে ডিউই দশমিক পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া আসছে।

পাঠক পাঠিকাদের অর্থাৎ গ্রন্থাগার ব্যবহার কারীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনেক সময় পুস্তক শ্রেণীকরণ করিতে হয়। যেমন "উদ্ভিদ বিদ্যা পরিচিতি" পুস্তকটির জন্য ডিউইর দশমিক বিভাজন পদ্ধতি অনুসারে নম্বর হইবে ৫৮১ অথচ "উদ্ভিদ সম্পদ ও সমৃদ্ধি বাংলাদেশ" পুস্তকটির জন্য ডিউইর দশমিক নম্বর ৫৮১.৯১৫ ১৪৫ হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এ নম্বরটি সাধারণ পাঠক পাঠিকা যারা লাইব্রেরী সর্বদা ব্যবহার করেন এবং ম পুস্তক শ্রেণীকরণ সম্পর্কে যাহারা মোটেও অভিজ্ঞ নন - তাহাদের বুঝিতে অসুবিধা হইবে।

তাই পুস্তক শ্রেণীকরণের সময় ডিউইর দশমিক বিভাজন পদ্ধতি অনুসৃত হইলেও ডিউইর অনুকরণে বিষয়বস্তু অনুযায়ী কোন পুস্তকের ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতম বিভাজন নম্বর না দিয়া তার বৃহত্তর নম্বরটি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তাই উপরোক্ত পুস্তকটির ক্ষেত্রে শুধু ৫৮১ নম্বর ব্যবহার করা হইয়াছে।

সেলফ বা আলমিরাতে সাজাবার সময় কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সেলফ বা আলমিরাতে ডিউইর দশমিক নম্বরের ক্রমানুসারে পুস্তক সমূহ সাজানো হয়। বিষয়টি পরিস্কার করিয়া বুঝিয়ে বলার জন্য আমাদের কে নিম্নের উদাহরনটি তুলিয়া ধরিতে হয়।

গণিত শাস্ত্রের ক্যাটালগে নিম্নের পুস্তক গুলো নিম্নে উল্লেখিত ক্রমে লিপিবদ্ধ আছে -

এ্যাকসেশন নং	পুস্তক নং	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থাগার	শ্রেণী নম্বর
১৪০০৪	গণিত/৩৮৪	উচ্চ মাধ্যমিক জ্যামিতি	আলী হুসেন মজুমদার	৫১৩
১৪৩১৭	গণিত/৩৯১	প্রাথমিক গতিবিদ্যা	এম,এ,হেনা	৫১০
১৪৩২১	গণিত/৩৯৫	সরল ত্রিকোনোমিতি	মুজিবর রহমান চৌধুরী ও ফাতেমা চৌধুরী	৫১৪

কিন্তু সেলফে সাজানোর সময় ক্যাটালগের ক্রম অনুসরণ না করিয়া শ্রেণীকরণ নম্বরের ক্রমানুসারে সাজানো হইয়া থাকে। যেমন - উপরোক্ত পুস্তক ৩ টি সেলফে যথাক্রমে ৫১০, ৫১৩ ও ৫১৪ ক্রমে সাজানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়

লেনদেন বিভাগ (Book Circulation Department) ও লেনদেন প্রক্রিয়া :-

লেনদেন বিভাগ বলিতে বুঝায় গ্রন্থাগার হইতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠককে বই ধার দেওয়া ও পুনরায় উহা গ্রন্থাগারে ফেরত রাখা।

উক্ত গ্রন্থাগারে দুই ধরনের পাঠক আসে যেমন: শিক্ষক ও ছাত্র। শিক্ষক ও ছাত্র যথাক্রমে ১৫ দিন ও ৭ দিনের জন্য বই ধার নিতে পারে এবং নির্ধারিত সময় শেষে যদি বই ফেরত না দেওয়া হয় তবে দৈনিক বার পয়সা হারে জরিমানা আদায় করিবার নিয়ম আছে।

গ্রন্থাগার থেকে দৈনিক কমবেশী বই ইস্যু করা হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সকলেই গ্রন্থাগার থেকে বই ইস্যু করিয়া থাকে। এই যে দৈনিক গ্রন্থাগার থেকে বই পাঠক পাঠিকাকে ধার দেয়া হইয়া থাকে তাহাই হলো লেন-দেন প্রক্রিয়া।

গ্রন্থাগারের আকার, পাঠক পাঠিকার সংখ্যা, প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া লেনদেন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে লেন-দেন প্রক্রিয়া সাধারন নিয়মে করা হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের গ্রন্থাগার কার্ড করিয়া দেওয়া হয়। এ গ্রন্থাগারের লেন-দেন বিভাগের কার্যাবলী দুই প্রকার যথা:- "ডেইলি ইস্যু" এবং "হোম ইস্যু"। একটি বইয়ের জন্য দুইটি কার্ড থাকে। "ডেইলি ইস্যু" কার্ডেরমাধ্যমে ছাত্র ছাত্রী গ্রন্থাগারে বসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়াশুনা করিয়া থাকে। এই কার্ড দ্বারা ছাত্র-ছাত্রী বই বাড়ীতে নিতে পারে না। এই কার্ড কেবল গ্রন্থাগারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কার্ডে পাঠকের ছবি, নাম, শ্রেণী, রোলনং নং এবং গ্রন্থাগারিকের স্বাক্ষর দেওয়া থাকে। পাঠক যখন গ্রন্থাগারে যাইয়া তাহার নির্দিষ্ট বইটি পাইতে চায় গ্রন্থাগারিক তখন ঐ বইটি খুজিয়া আনিয়া পাঠককে দিবে এবং পাঠকের ঐ কার্ডটি গ্রন্থাগারে জমা রাখিয়া দেয়। আবার পাঠক যখন বইটি ফেরত দিবে তখন বইয়ের "কল নম্বর" দেখিয়া বই এর কার্ডটি খুজিয়া পাঠককে দেওয়া হয় এবং গ্রন্থাগারে বইটি রাখিয়া দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

"হোম ইস্যু" কার্ডের মাধ্যমে পাঠক তাহার বইটি বাড়িতে নিয়ে যাইতে পারে। এখানেও গ্রন্থাগারে বুক কার্ড জমা রাখিয়া বইটি দেওয়া হয়। তবে এখানে বুক কার্ডে বইয়ের নাম, বই এর নং, বই নিবার তাং ও বই ফেরত দেওয়া তাং উল্লেখ থাকে। পাঠক যখন তার নির্দিষ্ট সময় পরে বইটি ফেরত দিবে তখন বইটির "কল নম্বর" দেখে কার্ড বাহির করিয়া বইটি গ্রন্থাগারে রাখিয়া দেওয়া হয়। পাঠককে একটি বই মাত্র ১০ দিনের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। পাঠকের যদি নির্দিষ্ট দিনে বইয়ের কাজ শেষ না হয় বা ফেরত দিতে না পারে তবে গ্রন্থাগারিকের অনুমতি সাপেক্ষে পুন: ইস্যু/, রি-ইস্যু করিয়া নেওয়া যাইতে পারে। যদি কোন পাঠক যথা সময়ে এই ফেরত না দেয় বা পুন: ইস্যু না করে পরে ফেরত দেয় তবে ডিউ ডেট থেকে গ্রন্থাগারের নিয়মানুযায়ী জরিমানা আদায় করা হইয়া থাকে। পাঠকের যদি গ্রন্থাগারের কার্ড হারাইয়া যায় তাহা হইলে জরিমানা দিয়ে, নতুন কার্ড করিয়া নিতে হয়। যতদিন পর্যন্ত এই কার্ড গ্রন্থাগারিকের নিকট জমা থাকে ততদিন পর্যন্ত পুস্তক গ্রহনকারী পুস্তকের জন্য দায়ী থাকে। গ্রন্থাগারিকের নির্দেশ পাওয়া মাত্র জমা দিয়ে দিয়া এ কার্ড ফেরত নিতে হয়। এই কার্ড হস্তান্তর চলে না।

রেফারেন্স সার্ভিস :-

গ্রন্থাগারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো সেবা। ব্যক্তিগত ভাবে পাঠককে সাহায্য করা। গ্রন্থাগারে এমন কিছু বই থাকে যে গুলো অন্যান্য সকল বই থেকে সহজে তথ্য দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে সাজানো হয়। এই সব বইয়ের বিন্যাস, সাজানো বা শেলকিং সাধারন বই হইতে ভিন্ন। এগুলো প্রয়োজনমত সহজে অথচ দ্রুতগতিতে অল্প সময়ে পাঠকের চাহিদা মত তথ্য সরবরাহ করে। আবার এমনও অনেক বই আছে যে গুলো প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সম্পূর্ন বই পড়ার জন্য আদৌ দরকার পড়ে না। এই বইগুলোই রেফারেন্স সংগ্রহ। এই বইগুলো পৃথক ভাবে যে বিভাগে রাখা হয় সে বিভাগটিই রেফারেন্স বিভাগ নামে আখ্যায়িত হয়। রেফারেন্স শব্দের অর্থ হলো নির্দেশনা এবং রেফারেন্স বিভাগের কাজ হলো নির্দেশনা দান করা। অর্থাৎ রেফারেন্সের আসল কাজ

Dhaka University Institutional Repository

হইতেছে পাঠকের যে সমস্ত উপকরন তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন সেই গুলো সংগ্রহ করিয়া পাঠককে যোগাইয়া দেওয়া ।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজে কোন রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক নাইন। গ্রন্থাগারিকই এক জায়গা থাকিয়া কাজ করিয়া থাকেন । গ্রন্থাগার এর ৩টি রুমের মধ্যে ১ টি গ্রন্থাগারিকের জন্য নির্দিষ্ট বসার ঘর এবং ঐ নির্দিষ্ট ঘরটিই রেফারেন্স রুম বলিয়া পরিচিত । এই গ্রন্থাগারে প্রয়োজন মাফিক রেফারেন্স বই আছে । রেফারেন্স উপাদান প্রধানত : দুই প্রকারের হইয়া থাকে । প্রথমত : যেগুলো সরাসরি প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয়ত: যে গুলো পাঠক বা ব্যবহারকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য কোথায় পাওয়া যাইবে এর নির্দেশ দেয় । সুতরাং গ্রন্থাগারিকের বলিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সুষ্ঠু পরিচালনার উপর এই ব্যবহার সাফল্য নির্ভরশীল । পাঠকের সাথে সম্পর্ক হইবে বন্ধুত্বের মত ।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারের রেফারেন্স সামগ্রীগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

(ক) দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিকপত্র - পত্রিকা সমূহ -
(খ) জার্নাল, সাময়িকী ইত্যাদি ।
(গ) পেপার কাটিং , বুলেটিন,
(ঘ) বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র , এটলাসেস, গ্লোবস, ইত্যাদি ।
(ঙ) বিভিন্ন ধরনের অভিধান, বিশ্বকোষ ।
(চ) ইনডেক্স, হ্যান্ডবুক, ম্যানুয়েল ইত্যাদি ।
(ছ) আলমনাক
(জ) মনোগ্রাম, নির্দেশিকা, গ্রন্থপঞ্জি, ইত্যাদি ।

--০---

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

সংগৃহীত বই, সাময়িকী ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সংখ্যা :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রহের দিক থেকে তত উন্নত নয়। ১৯৭০ সালে গ্রন্থাগার যখন প্রথম যাত্রা শুরু করে তখন উহার মোট সংগ্রহ ছিল ১০০ খানা বই মাত্র। ক্রমে ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই উহার সংগ্রহ বাড়িতে থাকে। প্রত্যেক বৎসরই গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা বাজেট করা এবং সাধ্যানুরূপ বই পত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করা হয়। গ্রন্থাগার সংগ্রহের পরিমান বর্তমানে ১০,০০০ খানা বই, ও ৪০০ শত সাময়িকী ৪টি গ্লোব ও ৮টি শিল্ড। বই পত্রের অধিকাংশই পাওয়া গিয়াছে (এশিয়া ফাউন্ডেশন" হইতে। দৈনিক পত্রিকার মধ্যে "দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলার নাম উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাদুয় বিগত কয়েক বৎসর যাবৎই সংগ্রহ করা হইতেছে। তবে উহাদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নাই।

ষ্টক টেকিং/মজুত গননা :-

প্রতি মাসে, ত্রিমাসে বা ষান্মাসিকভাবে গ্রন্থাগারে বই পত্রর হিসাব নিকাশ করাকে মজুত গননা বলা হইয়া থাকে। মজুত গননা ছাড়া গ্রন্থাগারের বই পুস্তকের সঠিক হিসাব দেওয়া দেওয়া সম্ভব নয়। মজুত গননার সাহায্যেই বলা হয় গ্রন্থাগারের মোট পুস্তকের মধ্যে কত আছে, কত নাই। গ্রন্থাগারে কত বই সংগ্রহ হলো তাহার সঠিক হিসাব একমাত্র প্রবেশ করন খাতা থেকেই পাওয়া যায়। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে সাধারনত: ডিসেম্বর মাসে মজুত গননা করা হয়।

বাঁধাই :

গ্রন্থাগারের পুস্তক সমুহ সাধারনত: প্রতি বৎসর দীর্ঘ ছুটির সময় বাধাই করা হয়। তবে কলেজের কোন বাধাইকারী নাই। বৎসরে প্রায় ২০০ বই বাধাই করিতে হয়। তবে বাধাই করার পূর্বে গ্রন্থাগারিককে অধ্যক্ষের অনুমতি নিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ছাটাই :-

পুরাতন, অপ্রয়োজনীয়, ও ব্যবহারের অনুপযোগী সামগ্রী মূল সংগ্রহ হইতে পৃথক করিবার পর বাদ দেওয়ার নাম ছাটাই। গ্রন্থাগার একটি বর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান। দৈনন্দিন উহার সংগ্রহ বাড়িতে থাকে। ছাটাইয়ের ব্যবস্থা না থাকিলে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সামগ্রীর স্থান সংকুলান দুরূহ হইয়া পড়ে। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে প্রতি বৎসর ছাটাইয়ের কাজ করা হয়। গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মী মিলিয়া উপরোক্ত কাজ সমাধা করিয়া থাকেন।

ফিউমিগেশন/ধূমায়ন :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে ফিউমিগেশন পদ্ধতির ব্যবস্থা নাই।

---০---

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জি সেবা :- গ্রন্থপঞ্জি বই পত্রের জীবন চরিত বা বিবলিওগ্রাফি, ইহাকে গ্রন্থাদের গ্রন্থ সমূহের বিজ্ঞানও বলা হয়। কারন একমাত্র গ্রন্থপঞ্জির মাধ্যমেই প্রকাশনা জগতকে জানা সম্ভব হয়। কখন কোথায় কোন লেখকের কোন প্রকাশনা থেকে কোন বিষয়ের কি বই/পুস্তক প্রকাশিত হয় তার সার্বিক উৎস ও বর্ণনা বা খবর দিতে পারে একমাত্র গ্রন্থপঞ্জি। এই জন্যই গ্রীকবাসী গ্রন্থপঞ্জিকে প্রথমে "বই" এবং পরে "বই সম্পর্কে লেখা" অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। গ্রন্থপঞ্জি কোন বিষয়ের সঠিক তথ্যের উৎস নির্দেশ করে। গ্রন্থপঞ্জি পাঠককে তার পছন্দমত বই পুস্তক সংগ্রহের কাজে সাহায্য করে। ইহা গবেষকদের গবেষনা ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের সহায়তা দান করে। গ্রন্থপঞ্জি জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের পথকে প্রসারিত করে। যেগুলো জাতীয় ঐতিহ্যের চাবিকাঠি।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজে কোন প্রকার গ্রন্থপঞ্জি সেবা দান করা হয় না।

(ক) ইনডেক্সিং (নির্ঘন্ট) -'ইন্ডেক্স' কথাটি ল্যাটিন ইন্ডিকা থেকে আসিয়াছে। যার অর্থ দাঁড়ায় কোন কিছু সমূন্ধে আভাস দেওয়া। আধুনিককালে ইন্ডেক্স কথাটি পাঠকের প্রদর্শক অর্থেই সর্বাধিক ব্যবহৃত। নির্দেশক নির্ঘন্ট বা ইনডেক্সিং সরাসরি কোন তথ্য সংগ্রহ করে না। কোন তথ্যটি কোথায় পাওয়া যাবে এর ইঙ্গিত দেয় মাত্র।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সময় ও শ্রম লাঘব কল্পে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পিত ও বিধিবদ্ধ উপায়ে বস্তু, স্থান, কাল, ও পাত্রের সুনির্দিষ্ট পৃষ্ঠা নির্দেশ সহ প্রস্তুতকৃত তালিকাকে নির্দেশক বলে। একটি বইয়ের পিছনে যে নির্দেশক থাকে তা দ্বারা উক্ত বইটির কোথায় কোন পৃষ্ঠায় কি তথ্য রয়েছে তা জানা যায়।

(খ) এ্যারসষ্ট্রাকটিং বা সার সংক্ষেপ : এ্যারষষ্ট্রাকটিং অর্থ সার সংক্ষেপন। কোন প্রকাশনার মুল বক্তব্যকে সংক্ষেপে উল্লেখ করাকে বলে এ্যারসষ্ট্রাকটিং। এই সংক্ষিপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্যের প্রয়োজনীয় তথ্যাদির উল্লেখ থাকা দরকার। মানুষ আজ অল্প পরিশ্রমে বেশী ফল পাইবার চেষ্টায় রত। বিরাট আকারে প্রকাশিত বিশ্লেষন মুলক প্রতিবেদন পড়ার সময় গবেষকদের হাতে নাই। তাই তাহাদের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে কোন কিছুর শুধু মুল বিষয়টি উপস্থাপন করিতে হবে। গবেষকদের কাছে এ্যাবসট্রাকটিং বেশ সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছে। কারন এতে একদিকে যেমন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কি কি কাজ হইতেছে তাহা জানা যায় আবার সময়ও বাঁচানো যায়। এই উদ্দেশ্যেই এ্যাবসট্রাকটিং আজ বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে প্রকাশ করা হইতেছে। কিন্তু শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ লাইব্রেরীতে কোন এ্যাবসট্রাকটিং সেবা দান হয় না।

(গ) ডকুমেন্টেশন ঃ- শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধনে তথ্যের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন উৎস থেকে হাজারো রকম তথ্যের ব্যাপক স্ফুরন ঘটছে এ বিপুল সংখ্যক তথ্যের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যটি বাছিয়া বাহির করা এক বিরাট সমস্যার ব্যাপার। এ জটিল সমস্যা থেকে উদ্ধার করেও সঠিক তথ্যটিকে যথাযথভাবে পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম যে ফলপ্রসতিশীল বিজ্ঞান সেটাই হলো দলিলায়ন সেবা বা ডকুমেন্টেশন সার্ভিস।

গবেষকদের তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে গবেষনা কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য স্বল্প সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে। বস্তুত ঃ গবেষনাকে ত্বরান্বিত করিতে উপযুক্ত তথ্যের সাথে সময়ের সদব্যবহারের প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট। এই জন্য দলিলায়ন সেবার জরুরী আবশ্যক। কিন্তু শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে কোন দলিলায়ন সেবা দান করা হয় না।

<u>বিশেষ সেবা ঃ-</u> শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার কতগুলি বিশেষ সেবা প্রদান করিয়া থাকে। এই গ্রন্থাগার হইতে প্রত্যেক বৎসর গ্রন্থমেলা ও বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর গ্রন্থমেলা হয় জাতীয় গ্রন্থ সপ্তাহে ফেব্রুয়ারী মাসের ২১-২৮শে

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ পর্যন্ত । তাহাছাড়া প্রত্যেক বৎসর গ্রন্থমেলা শেষ হওয়ার পর পরই মার্চ মাসে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ।

বিজ্ঞান মেলায় অনেক স্কুলে বিজ্ঞানী ছাত্ররা যোগ দিয়া থাকে । গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের কবি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের রচিত গ্রন্থগুলি প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনীর সাহায্যে সুধী পাঠক সমাজ অর্থাৎ ছাত্র সমাজের কাছে উপস্থিত করিয়া তাহাদের মধ্যে গ্রন্থপাঠের স্পৃহা জাগানো মূলতঃ গ্রন্থমেলার মূল লক্ষ্য ।

গ্রন্থাগার সহযোগীতা :- জ্ঞানের অবাধ প্রবেশাধিকার বলিতে পাঠকের যাহা প্রয়োজন, পাঠক যাহা চায় তাহাকে তা দেওয়া বুঝায় । কিন্তু অসুবিধা হইতেছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থাগার নেই এতে সুষুৎ সম্পূর্ণ । একটা না একটা অসুবিধা আছেই । কোন লাইব্রেরী যদি পাঠক যা চায় তা না দেওয়া যায় তখনই প্রশ্ন আসে লাইব্রেরীর কো-অপারেশন বা লাইব্রেরী সহযোগীতার । এ সহযোগীতা দেশের মধ্যে হইতে পারে । আবার আন্তর্জাতিকভাবেও হইতে পারে । সুতরাং আমাদের আকাংখিত সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিবপুর কলেজকে সহযোগীতা করিতে হইবে । গ্রন্থাগারের সহযোগীতার ফলেই গ্রন্থাগারের সামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রীর অবাধ ব্যবহার করা যায় । এতে বিশেষ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও উন্নতি লাভ করা যায় । বিশেষ সংগ্রহ প্রস্তুত করা হয় সংগবদ্ধ তালিকা বই, সাময়িকী প্রভৃতি একমাত্র গ্রন্থগার সহযোগীতার মাধ্যমে করা যায় ।

আন্তঃ কলেজ গ্রন্থাগার সহযোগীতার সুবিধাদি :- অত্র এলাকায় কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার না থাকাতে শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক ধার আনতে পারে না । তাছাড়া শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পুস্তক ধার দেয় না ।

গ্রন্থাগার সহযোগীর উদ্দেশ্য : (১) একটি গ্রন্থাগারের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সহযোগীতা। এই সহযোগীতা করা হয় সেন্ট্রাল ইউনিয়ন ক্যাটালগ ও সেন্ট্রাল ফটোগ্রাফিক সার্ভিসের দ্বারা । (২) স্থানীয় সহযোগীতা একটি নির্দিষ্ট শহর বা এলাকার ।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) আঞ্চলিক সহযোগীতা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে :- একটি দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগীতা। ইহা সম্ভবপর হয় "কিউ ইন্টার লাইব্রেরী লোন কোড" এর মাধ্যমে। কোড এর মাধ্যমে কিভাবে একটি গ্রন্থাগার অন্য গ্রন্থাগারকে সাহায্য করিতে পারে তাহা বিস্তারিত ভাবে লিখা থাকে। যেমন- (ক) এক গ্রন্থাগার অন্য গ্রন্থাগারকে পত্রন দিয়া সাহায্য করিতে পারে। (খ) বই দিয়া সাহায্য করিতে পারে।
(গ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগীতা জাতীয় গ্রন্থাগার করিয়া থাকে।

আন্তঃগ্রন্থাগার ধার ও সময়সূচী :- বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যাহাতে পুস্তকাদির প্রকাশনা বাড়িয়া চলেছে তাতে যে কোন গ্রন্থাগার এমনকি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পক্ষেও সমস্ত কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখা সম্ভব নয়। এই জন্য এক একটি গ্রন্থাগারের সংগে অন্য গ্রন্থাগারের সব সময় সহযোগীতা রাখা প্রয়োজন। কলেজ গ্রন্থাগার অধিকাংশ গনগন্থাগারের সংগে যোগাযোগ রাখিয়া চলে। কারন গনগ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরনের পুস্তকাদি রক্ষিত থাকে। তবে আন্তঃগ্রন্থাগার ধারের নিয়মনীতি মানিয়া চলা উচিত। যেমন-কম মূল্যের উপকরনাদি নিজস্ব ভাবে ক্রয় করিতে হইবে। দুস্প্রাপ্য উপকরানাদির তালিকা প্রনয়ন করিয়া একে অপরকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। ধার নেওয়ার আগে যে গ্রন্থাগার থেকে ধার নিতে হইবে সেই গ্রন্থাগারকে কি কি ধার দিতে সক্ষম তাহা জানাইয়া দিতে হইবে আগেই।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারের কোন ধার প্রথা চালু নাই। পাশাপাশি কোন গ্রন্থাগার নাই যার সাথে ধার পদ্ধতি চালু রাখিতে পারে। তবে ১০ মাইল দূরে নরসিংদী জেলা পাবলিক লাইব্রেরী অবস্থিত। উৎসুক পাঠক প্রয়োজন বোধে সেখানে যাইয়া পড়াশুনা করে।

--------০--------

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার কারীর ধরন :- শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার যেহেতু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সেইহেতু উক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবহার কারীদের মধ্যে যাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে ছাত্র- ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাই প্রধান । ছাত্র ছাত্রী তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারে বসিয়া পড়া শুনা ও নোট করিয়া থাকেন । প্রয়োজন মতে আবার বাসার জন্যও ইস্যু করিতে পারেন । শিক্ষক শিক্ষিকাদের ও তদ্রুপ ব্যবস্থা আছে । তা ছাড়া অন্যান্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে কলেজের ষ্টাফ - তাছাড়াও ইচ্ছে করিলে বই ইস্যু ও গ্রন্থাগারে বসিয়া পড়াশুনা করিতে পারেন । বাহিরের ব্যবহারকারী এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারেন না ।

দৈনিক ও বাৎসরিক ব্যবহারিক সংখ্যা ও চার্ট :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার অত্র এলাকর গরীব ছাত্র ছাত্রীদের একমাত্র সম্ভল । বহু ছাত্র ছাত্রী অর্থের অভাবে রীতিমত বেতন দিতে পারে না । তদুপরী বর্তমান বাজারের এই দুর্মূল্যের বই পত্র এস্য় করিয়া তাহাদের পক্ষে পড়া শুনা সম্ভব হয় না। তাই ছাত্র ছাত্রীদের বাধ্যতা মূলক গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক হইতে হয় । প্রতি দিন গড়ে ১৫০ জন ছাত্র ছাত্রী গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়া থাকেন । শিক্ষক শিক্ষিকা মহোদয় গন ও তাঁহাদের জ্ঞানের প্রসার ঘঠানোর জন্যও বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য দেশী/বিদেশী বহু গ্রন্থকারের লেখা বইয়ের শরনাপন্ন হন । ফলে তাঁহাদের কেও গ্রন্থাগারের মুখাপেক্ষি হইতে হয় । দৈনিক গড়ে ২৫ জন শিক্ষক - শিক্ষিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

নিম্নে দৈনিক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চার্ট প্রদত্ত হইল ।

পাঠকের ধরন	বইপত্র	সাময়িকী	খবরের কাগজ	অন্যান্য
শিক্ষক/ শিক্ষিকা	১৫ জন	৫ জন	২০ জন	২ জন
ছাত্র/ছাত্রী	১২৫ জন	২৫ জন	৫০ জন	১০ জন
অন্যান্য কর্মচারী	১০ জন	২ জন	৮ জন	১ জন

Dhaka University Institutional Repository

বাৎসরিক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা দৈনিকের আনুপাতিক হারে হইয়া থাকে । তবে ইহার জন্য গ্রন্থাগারে কোন চার্ট তৈরী বা হিসাব নাই ।

ব্যবহার কারীদের চাহিদা:- যেহেতু শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারের পাঠক বিশেষ করিয়া ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক বৃন্দ । সেইহেতু ছাত্রদের চাহিদার ক্ষেত্রে পাঠ্য পুস্তকের নামই উল্লেখ যোগ্য । শিক্ষক/শিক্ষিকাদের চাহিদার মধ্যে বিষয় ওয়ারী পুস্তকের নামই উল্লেখ যোগ্য । এ ছাড়াও রহিয়াছে দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকী, নোবেল, নাটক, খেলাধুলার বই । ম্যাপ, গ্লোব, ধর্মীয় গ্রন্থ ইত্যাদি ।

============ 0 ============

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

গ্রন্থাগারের পেশাগত ও উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার দীর্ঘ দিন বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগার হিসাবে ছিল। পেশাগত ও উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী এই গ্রন্থাগারের খুবই কম। তবু বগনের ভিতর কতক কর্মসূচী যাহা মাননীয় গ্রন্থাগারিক সাহেবের অনুপ্রেরনায় সংগঠিত হইয়া আসছে। তাহাই উল্লেখ করিলাম - গ্রন্থাগার প্রতি বৎসর " গ্রন্থ দিবসে " গ্রন্থ মেলার মত সাফল্য আয়োজন করে। ছাত্র ছাত্রীদের যাহারা গ্রন্থাগার ব্যবহারে একবারে - অজ্ঞ তাহাদের জন্য গ্রন্থ করে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর ক্লাশ নেন। তাহাছাড়া প্রতি বৎসর- মিলাদ মাহফিল, ঈদ - ই - মিলাদুন্নবী, নাটক, প্রভৃতির আয়োজন করিয়া থাকে। বর্তমানে সরকারী কলেজের গ্রন্থাগার হিসাবে উহার দীর্ঘ দিনের সুপ্ত আসা আকাংখার কিছুটা পরিস্ফুরন ঘটিবে বলিয়া গ্রন্থাগারিকের বিশ্বাস। এ ব্যাপারে সকল প্রকার দায় দায়িত্ব গ্রন্থাগার কমিটির উপর ন্যাস্ত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের গন যোগাযোগ :- আমরা জানি গ্রন্থাগার এমন বধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান। ইহার কর্মসূচী সম্পূর্ন রূপে জনসাধারনের ব্যাপারে এর উহার কার্যকলাপ জনসাধারনের সৎ ইচ্ছার উপর নির্ভর শীল। জ্ঞান সমৃদ্ধ সকল প্রকার তথ্য এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকে। আলোচ্য জনসংযোগ কথাটি বহুল অর্থে ব্যাখ্য করা বা ব্যবহার করা যায়। যা বহু শব্দ দ্বারা ~~সমার্থ~~ সমার্থ। এ ক্ষেত্রে গন সংযোগ কথাটি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে। আমারা দেখি যে গ্রন্থাগারের পাঠক ও কর্মীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ন আদান প্রদান ও লেনদেনের মধ্যে উহা গড়িয়া উঠে।

গ্রন্থাগারের গন সংযোগ এর মধ্যম বা উপাদান গুলি নিম্নরূপ হইয়া থাকে।

১। বুলেটিন বোর্ড : বুলেটিন বোর্ডে সাম্প্রতিক তথ্যাদি ডিসপ্লে করা যাইতে পারে। এতে গ্রন্থাগার কতটুকু কাজ করেছে এবং পরবর্তীতে গ্রন্থাগার থেকে যে সমস্ত প্রকাশনা বাহির হইবে সেগুলি সম্পর্কে অগ্রীম তথ্য দেওয়া থাকে।

২। প্রদর্শনী : পুস্তক, পুস্তিকা, সাময়িকী, বা গুরুত্বপূর্ন তথ্যাদির প্রদর্শনীর মাধ্যমে পাঠকদের উপকার করা যায়।

৩। বাৎসরিক প্রতিবেদন :- বাৎসরিক প্রতিবেদন গ্রন্থাগারের একটি প্রতিচ্ছবি। সারা বৎসর গ্রন্থাগারে যে সমস্ত কাজ করা হয় তাহা বাৎসরিক প্রতি বেদনে প্রতি ফলিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪। গ্রন্থাগার হাত বই :- গ্রন্থাগার কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে তা জানানোর জন্য গ্রন্থাগার হাত বই প্রকাশ করা হয় । ইহাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়ম কানুন, টেলিফোন নম্বর, সময়সূচী ইত্যাদি থাকে ।

৫। ফটোকপি সেবা :- অতি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহের জন্য এবং পাঠকদের উপকারার্থে মূল কপি না দিয়া তাহাদেরকে ফটোকপি তৈরী করিয়া দেওয়া যাইতে পারে ।

৬। মোভিং পিকচার :- মাঝে মাঝে দূর দূরান্তে বা গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান বায়োস্কোপ প্রদর্শনের মাধ্যমে অশিক্ষিত জন সাধারনের সহিত যোগাযোগ রাখা যায় । আরও বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপাদান গনযোগাযোগ এর মাধ্যম হিসাবে কাজ করে । আলোচ্য শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে (১) এবং (২) নং উপাদান দুইটির মাধ্যমে তাহাড়া সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে গন যোগাযোগ অব্যহত রাখে ।

গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ধরন, সংখ্যা ও অন্যান্য কর্মসূচী :-

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার এ পর্যন্ত যে সকল প্রকাশনা বাহির করিয়াছে তাহা সংখ্যায় অতি নগন্য অর্থাৎ দুইটি । প্রকাশনা গুলো হল " একুশের চেতনা ", ১৯৮৫ এবং অন্য " শহীদের রক্ত " ১৯৮৩ ইং । এ ছাড়া বাৎসরিক বিবরনী কোন কোন বৎসর বাহির করে আবার কোন কোন বৎসর করেন না । অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য তেমন কিছু নাই ।

============== 0 ================

Dhaka University Institutional Repository

বার অধ্যায়

বর্তমান সমস্যাদি ও অন্যান্য অবস্থা :-

গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিন্ড স্বরূপ । কিন্তু আমাদের বেশীরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিন্ডটি নিঃস্পন্দ । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার উন্নয়ন জোড়াতালীর ব্যাপারে নয় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বার্থক করিয়া তুলিতে হইলে ইহাকে নতুন করিয়া সাজাইতে হইবে ।

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাংখা রূপায়নের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্ধারনের হাতিয়ার । কাজেই দেশের কৃষক,শ্রমিক ও মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগনের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ব প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো । নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাহাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরনা সন্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ।

মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের জ্ঞান,সংস্কৃতির চর্চা ও মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় গর্ব একতা ও আমাদের আকাংখার প্রতীক বাংলা ভাষার সর্বাংগীন বিকাশ সুনিশ্চিত করিতে হইবে । এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করিতে হইবে যা জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত করে । গোষ্ঠী চেতনার উর্ধ্বে জাতীয় ঐক্যবোধ সুনিশ্চিত করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সকলের জন্য একই পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ।

সর্বোত্তভাবে আমাদের শিক্ষানীতিকে গতিশীল করিতে হইবে । সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক উন্নতির সংগে সংগে শিক্ষা ব্যবস্থার ও উন্নতি সাধন করিতে হইবে । বর্তমানে যে ভবনে গ্রন্থাগার অবস্থিত তাহা মূলতঃ গ্রন্থাগারের উপযোগী করিয়া নির্মিত নয় । গ্রন্থাগারের পশ্চিম পার্শ্বের রুমগুলিতে ক্লাশ নেওয়া হয় ফলে অসুবিধার

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখীন হইতে হয় । তাছাড়া গ্রন্থাগারের পূর্ব পার্শ্বের বড় রুম শিক্ষক মিলনায়তনকক্ষ ও পাশাপাশি অফিস রুম অবস্থিত । অফিস রুমে মাসিক বেতন দেওয়া, ফরম তোলা পুরনের পর জমা দেওয়া ইত্যাদি কাজের সময় যে গোলমাল হইয়া থাকে তাহাতে গ্রন্থা- গারের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মের মারাত্মক অসুবিধা হয় । এছাড়াও বারান্দায় ছাত্রদের শ্লো- গান, মিছিল প্রভৃতি কারনে গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক কাজের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে । বই চেষ্টার পরও ইহার প্রতিকার করা সম্ভব হইয়া উঠে না । কাজেই কলেজের গ্রন্থাগারটি কলেজের এই সকল ব্যস্তা ও গোলমাল থেকে নিরাপদ রাখিবার জন্য আলাদা গ্রন্থাগার ভবন স্থা- পনের প্রস্তাব আছে ।

গ্রন্থাগারে দক্ষ ও প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করা অপরিহার্য্য । যে সকল গ্রন্থাগারে সংরক্ষনের জন্য কর্মচারী নিয়োজিত নাই সেই গুলোতে দক্ষ ও প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা উচিত । এ ছাড়াও যে সকল গ্রন্থাগারে উপযুক্ত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা নাই সেই ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ।

নিজস্ব মন্তব্য/সুপারিশ ঃ-

ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছুই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং এক সময় বিনাশ হইয়া ও যায় । তথাপিও এর মধ্যবর্তী সময়ের যতটুকু সম্ভব যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আত্মনিবেশ ও পরিচর্চার আবশ্যক । স্বাভাবিক কা- রনেই গ্রন্থাগারের স্বার্থে পুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থাগার সামগ্রীর সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট । উক্ত স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রহ ও সংরক্ষন আবশ্যক । পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় । এই ক্ষেত্রে আজকের বিজ্ঞান যথাসম্ভব যুক্তিসংগত সময়ের জন্য সামগ্রীকে অক্ষত রাখিবার চেষ্টায় অব্যাহত এবং বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার সামগ্রীকে সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ সংরক্ষন ও সরবরাহ সম্ভব । সুষ্ঠুভাবে সামগ্রীকে অক্ষত

Dhaka University Institutional Repository

। সুষ্ঠুভাবে সামগ্রীকে অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষন, ও সরবরাহের জন্য নিম্নে প্রদত্ত বিষয়গুলোর বাস্তব ফলশ্রুতিই সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে ।

(১) বর্তমানে যে ভবনে গ্রন্থাগার গুলি অবস্থিত সেগুলি মুলতঃ গ্রন্থাগারের উপযোগী করিয়া নির্মিত নয়, কিন্তু গ্রন্থাগার ভবন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইবে। একটি সুষ্ঠু পরিবেশে কোলাহল বিবর্জিত স্থানে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতেই গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হইবে।

(২) পুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থাগার সামগ্রী সংরক্ষনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকিবে । ইহাতে কি ভাবে কি সামগ্রী সংরক্ষিত হইবে , সংরক্ষনে জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি, সময় পরিবেশ নির্ধারন ,আসবাব পত্র ইত্যাদি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সার্বিক সংরক্ষন ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করিয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে হইবে ।

(৩) যেহেতু আর্দ্রতা ও উষ্ণতা এবং উষ্ণতাজনিত আবহাওয়া সংরক্ষনের অনুরায় সেই জন্য একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে কোনটির প্রভাব সামগ্রীক ক্ষতি সাধন করিতে সক্ষম না হয়। উভয়বিধ সমস্যা এড়ানোর জন্য একমাত্র উপায় হইতেছে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ইহাতে পুস্তকের রাসায়নিক ও জীবানুজাতির উভয় প্রকার শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব পর হইবে ।

(৪) সংগ্রহ,সংরক্ষন ও সরবরাহের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করা অপরিহার্য ।

(৫) বর্তমানে যে সকল কর্মচারী সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আছে ।তাহাদের কাজ করিবার চেতনা বোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে ।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) সুষ্ঠুভাবে সামগ্রীর সংরক্ষন করিবার জন্য এমন একটি সাবলীল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে, যতই বহিঃশত্রুর আক্রমন ঘটুকনা কেন যাহাতে যথাযথভাবে নিবারন করা যায়। তাই বর্তমান গবেষনা পত্রে আলোচিত বিধি ব্যবস্হা অবলম্বনের মাধ্যমে এরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে।

(৭) যাহা সবচেয়ে প্রাথমিক ভাবে গুরুত্বপুর্ন তাহা হইতেছে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গড়িয়া তুলিবার সময় যতদুর সম্ভব সামগ্রীর বাঁধাই, কালি, কাগজ, মুদ্রন ইত্যাদি যাচাই করিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৮) সর্বোপরি গ্রন্থাগার সামগ্রীর সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষনের তথ্য এবং পুস্তকের পরিচর্চার জন্য বিশেষ ভাবে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধান অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। সেই জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারের একটি সংরক্ষন ল্যাবরেটরী থাকিবে। এখানে গবেষকগন গবেষনার মাধ্যমে সংরক্ষনের অভিনয় কৌশল সমুহ উদ্ভাবন করবেন এবং সুষ্ঠু সংরক্ষনের কাজে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৯) বাধাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বান্ছনীয়। চামড়া হিসাবে ভেড়ার চামড়াই উত্তম। মলাটের জন্য যে বোর্ড ব্যবহার করা হয় তা অবশ্যই সলিড হইবে। সেই ক্ষেত্রে পেষ্টেড বোর্ড ব্যবহার করা যাইবে না।

(১০) গ্রন্থাগারে কালো রংএর পর্দা ব্যবহার করিতে হইবে।

(১১) কাঠের সেলফের পরিবর্তে যতদুর সম্ভব ষ্টীলের তৈরী সেলফ ব্যবহার করাই উত্তম। কাঠের সেলফ বিভিন্ন দিক থেকে সন্তোষজনক নয়।

এইটা একদিকে যেমন আগুন, পোকামাকড়, কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। আবার অন্যদিকে প্রথমতঃ স্হায়ীত্বের দিক থেকে তুলনামুলকভাবে দীর্ঘস্হায়ী নয় এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যয়বহুল। স্হায়ীত্ব ও সুবিধার দিক থেকে ষ্টীলের সেলফই সকল প্রকার গ্রন্থাগারের জন্য উত্তম।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) দরজা জানালাগুলি সূক্ষ্ম তারের জালের সাহায্যে আবৃত করিয়া কীটপোকা যাহাতে ঢুকিতে না পারে তদ্রুপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যতদূর সম্ভব ভবনকে পোকা, মাকড়, কীট পতঙ্গের হাত হইতে সর্বদা মুক্ত রাখিতে হইবে।

স্থান ঃ কাল ও পরিবেশের উপর নির্ভর করিয়াই মূলতঃ গ্রন্থাগারের ভবনের অংকন ও পরিকল্পনা করিতে হইবে। যে কোন আকস্মিক কারণে যাহাতে হইতে পারে এইরূপ আশংকাজনক নিছক পরিস্থিতি যাহাতে মোকাবেলা করিতে না হয় সেই জন্য পূর্বেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি যাহাতে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে সেই জন্য একজন স্থপতি ও প্রকৌশলীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করাইয়া নিতে হইবে। অবশ্য পরিকল্পনায় পূর্বে পরিবেশের উপর ও নজর দিতে হইবে। যে সব গাছের মূল নরম ও অল্প ঝড়ের আঘাতে পড়ে যায়, এরূপ গাছ গ্রন্থাগারের আশেপাশে লাগানো উচিত নয়। জানালারকাচগুলো অবশ্যই পুরু ও স্বচ্ছ হইতে হইবে যাহাতে বৃষ্টির পানি না ঢুকিতে পারে। গ্রন্থাগারের ছাঁদে অবশ্যই তাপ পরিবাহী পদার্থ লাগানো থাকিবে। সরাসরি সূর্য্যের আলো প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকিবে। আগুন থেকে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে অগ্নিনির্বাচক, কার্বনডাই-অক্সাইড জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

=====০=====

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

অতি অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক পাঠক পাঠিকার জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া একটি আধুনিক গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার এ বিষয়ে বেশ একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। দৈনিক গড়ে ১০০ পাঠক পাঠিকা কলেজ গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাড়ীতে ব্যবহারের প্রত্যহ প্রায় ২০০ পাঠক পাঠিকা গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক ধার করিয়া থাকেন। কলেজ ক্রীড়া মিলনায়তনের চেয়েও কলেজ গ্রন্থাগারে কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের আনাগোনা অনেক বেশী। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের এ ব্যাপারে গ্রন্থাগার প্রিয়তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। তবে ছাত্র ছাত্রীদের এইরূপ গ্রন্থাগার মুখী করিয়া তোলার পিছনে যাহাদের অবদান সবচেয়ে বেশী তাহারা হইলেন কলেজের বর্তমান পরম বিদ্যুৎসাহী অধ্যক্ষ এবং কলেজের বর্তমান গ্রন্থাগারিক। বর্তমান গ্রন্থাগারিকের সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর কার্যকালে গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারে উন্নতমানের ক্যাটালগিং ও ক্লাসিফিকেশন করিবার পরিকল্পনা আছে।

কলেজটি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহনের পর কলেজের নির্মান কাজের দায়িত্ব পড়িয়াছে পি, ডব্লিউ, ডি ডিপার্টমেন্টের উপর। কাজেই এই ব্যাপারে কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ও গ্রন্থাগারিকের কোন মতামত নাই। তবে আমাদের আশা হয়ত সরকারী উদ্যোগে অচিরেই শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে বিষয় ভিত্তিক কার্ড ক্যাটালগিং পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবে।

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের পুস্তকের বিপুল সমারোহ গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এছাড়াও কৃষি বিজ্ঞান, সাধারন বিজ্ঞান, খেলাধুলা শিক্ষা ও সংগীত শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে কিছু সংখ্যক মূল্যবান পুস্তক ও এই গ্রন্থাগারে স্থান পাইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এই গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য ও রেফারেন্স পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম। অন্যান্য কলেজ গ্রন্থাগারের তুলনায় শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ গ্রন্থাগার তুবও মোটামোটী উন্নত ও সমৃদ্ধ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জাতীয় উন্নয়নে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর যথেষ্ট গুরুত্ব সর্বস্তরের লোকদের কাছে মৌখিক স্বীকৃতি লাভ করিলেও এই প্রতিষ্ঠান ও এই পেশার প্রতি সরকারী উদাসীনতা সত্যিই পীড়া দায়ক। ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের পেশাগত যোগ্যতার যেখানে প্রসার ঘটেনি, তাহাদের ভাগ্যের ও তেমন পরিবর্তন হয়নি। সরকারী উদাসীনতার ফলেই একই যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বে বিভিন্ন কলেজে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের বেতন কাঠামো বিভিন্ন ধরনের। অদুর ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক এই সমস্যার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। ফলে গ্রন্থাগারিকগন গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন মূলক কাজ হইবে।

-----০-----

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১। আবেদ আলী মোঃ আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ঢাকা, বর্ণবিচিত্রা, ১৩৭৮ ।

২। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র : বই, ঢাকা, ১৩৬৮-৮৪ বর্ষ সংখ্যা ।

৩। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা, মে/১৩৭৮ ।

৪। আবদুস সাত্তার, মোঃ । ক্যাটালগিং, পদ্ধতি ও ব্যবহারিক ঢাকা, নিজন, ১৩৮২ ।

৫। শামসুল হক,
গ্রন্থাগারের ইতিহাস সংক্ষেপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৩[illegible] ।

৬। Chandpur college Annual report, 1972-73.

৭। KIMBEL, D.S.-Principles of Industrial organisation
3rd edition, Newyourk Megrow Hill, 1925.

৮। RANGAN[illegible] S.R.
The organisation of libraries, osvord University
press, 1956.

৯। SCALES D.E. & GooD.C.U
Method of researdh, Newyork;
Megrow Hill, 1952.

১০। MITTAL, R.L. Public library law, aninternational
servey, Delhi, Meiropolitan book, 1971.

১১। PUBLIC library, Jessore, Official report on 1975-84.

Dhaka University Institutional Repository

নির্ঘন্ট

অ-

অবস্থান -২৫

অবিস্মরণীয় -১৩

অধ্যক্ষ - ৩৫

আ -

আইয়ুব গেইট -১৬,

আন্দোলন -২২,৫৯,

আঃ রব খাঁন -১৮

আসাদ - ৮, ১৭

আসাদ স্কেল -৪

আগুন -৫৭

আমাদের স্বপ্ন -৯

আদর্শ উপজেলা -৯

আমাদের মৃত্যু -১১

আসাদ সড়ক -১১

আসাদনগর -১৬

আঃ মান্নান ভূঞা -১৭

আমিষজাতীয় -৯

আন্তঃ গ্রন্থাগার -৪৮

আলেকজান্দ্রিয়ার -২

আয় -২৮

ই -

ইঞ্জিনিয়ার -১০

ইতিহাস -২৩

ই,পি-আর -১৪

উ-

উন্নয়ন -৫১

উদ্দেশ্য -৩১

এ -

একাডেমিক -৩১

এ্যাসোসিয়েশন -৩৭

এতিমখানা -৮

এশিয়া ফাউন্ডেশন -২৫,৪৩

এরশাদ -১৯

ক -

কোর্টবিল্ডিং -৯

কর্মচারী -৫২

কমিটি -২৭

কলেজ -২৭

কালো পতাকা -১৪

কলেজ ভবন -২০

কেন্দ্রীয় শহীদমিনার -১৪

খ -

খানে আলম -১৯

গ -

গ্রন্থাগার -১

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান -৬

গবেষণা -৪,৭

গ্রন্থাগারিক -২৩

গ্রন্থাগার তহবিল -৩৫

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাগার আইন -২০, ৪২

গ্রন্থপুস্তিকা -৪৫

গনযোগাযোগ -৫১

গ্রন্থাগার সহায়কগাইড -৪৭

গুলিবিদ্ধ -১৩

চ-

চল চল গ্রামে চল -১০

চার্ট -৪৯

চাহিদা -৫০

ছ-

ছুটি -৩২

ছাটাই -৫৪

ছাত্রজীবনে -১

জ -

জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো -১১

জিয়াউর রহমান -১৮

জাতীয় -৫৯

ঢ -

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -৪

ড-

ডকুমেন্টেশন -৪৩

ডিউই দশমিক পদ্ধতি -৩৮

ত -

তিতাস চৌধুরী -৩৭

দ -

দর্শনের রূপরেখা -৩৭

দুষ্প্রাপ্য -৫৯

দৈনিক -৫৮

ন -

নজরুল ইসলাম -২৫

নামকরন -১৮

নিরক্ষর -২৪, ২

নিয়মাবলী -৩২

নীতিমালা -৫৫

নূরুল ইসলাম -২০

নাজিমুদ্দীন রোড -১২

নির্ঘন্ট -৪৫

প-

পি, ডাবলিউ ডি -৫০

প্রশাসনিক চার্ট -২০

পরীক্ষাগার -২০

প্রবেশকরন -৩৬

পাঠ্য বিষয়ের ৫৮

ফ -

ফটোকপি সেবা -৫২

. -

Dhaka University Institutional Repository

ব -

বেচনাদিন -৩৪

বাংলাদেশ - ৬

বাসস্থলি -১৫

বাঁধাই -৪৩

ব্যবহারকারীর -৪৯

বিশেষ সেবা -৪৬

বাজেট -২৭

ভ -

ভবন -২১, ৫৭

ম -

মনস্তত্ত্ব -৩৮

মানুষের -৪

মাওলানা আঃ

হামিদ ভাসানী -১৬

মনিসিং -১৬

মিলনায়তন -৫৪

মৌখিক প্রস্তাব -৩৬

মজুত -৪৩

মোভিং পিকচার -৫২

য -

যুদ্ধ -১৩

র -

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -১

রেডিও লজিস্ট -১০

রাজনৈতিক জীবন -১০

রিপোর্ট -৩০

রেফারেন্স -৪১

রাজধানী -১২

ল -

লেনদেন -৪০

শ -

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ -১৬

শোক মিছিল -১৩

শিক্ষিত -২৪

শিক্ষানীতি -৫৩

শিবপুর -৩

শ্রেণীকরন -৩৬

শিমাক -১৮

ষ -

ষ্টক রেজিষ্টার -৩৭

ষড়যন্ত্র মামলা -১৬

স -

সলিমুল্লাহ হল -১৪

সামাজিক গবেষনা -৫

সংগ্রহ ও অর্জন পদ্ধতি -৩৫

সমাধিস্থ করা হয় -১৫, ৮

সুপ্র[illegible] -১০

সুপারিশ -৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রী নির্বাচন -৩৫, ৪২

সেলফ -৩৯

সুচিকরন -৩৬

স্বৈরাচারী -১২

সংগ্রামী -১১, ৫৩

সারসংক্ষেপ -৪৫

সহযোগীতা -৪৭

সন্তোষ -১৬

সাক্ষাৎকার -৫

সেমিনার -৩৩

সময় সূচী - ৪৮, ৩৪

সাংগঠনিক চার্ট -২৬

হ -

হাসপাতাল -২

হিসাব -২৯

হোম ইন্সু -৪১

ক্ষ -

ক্ষুদ্রতম বিজ্ঞান পদ্ধতি -৩০

TH- 320175
THESES
DHAKA UNIVE[illegible] LIBRARY

= = = = ০ = = = = =

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ